

২য় বর্ষ (৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা)

জৈষ্ঠ, ১৩৩২

আর্য্য

Khulna
29.6

খুলনা, বি. কে. ইউনিয়ন কলোনি-৬.২৬

সংস্করণ ১

১১

President

Ashutosh Mitter B. A.

HEAD MASTER

প্রধান সম্পাদক মোলবী সৈয়দ আহম্মদ আলী

সহ-সম্পাদক শ্রী বামনচন্দ্র বসু।

১১

প্রতি সংখ্যা ১০ টা নং।

বৎসর মূল্য ৭০ টা নং।

সূচীপত্র ।

১।	আরাধনা (কবিতা)	বামনচন্দ্র বসু	৫১
২।	আধুনিক শিক্ষা ও ছাত্র সমাজ	সৈয়দ আতশ্শাদ আলী	৫২
৩।	আঁধারে (কবিতা)	বিজয়কৃষ্ণ রায়	১৭
৪।	Dr. Arnold's work at Rugby and its lessons for modern teachers.	Syed Ahmed Ali	৫৮
৫।	আক্ষেপ (কবিতা)	বামনচন্দ্র বসু	৬২
৬।	স্বপ্ন	আজিবউদ্দিন আতশ্শাদ	৬৩
৭।	কবিতা	ঐ	১৭
৮।	শিক্ষার অবস্থা		৬৭
৯।	চিহ্নকর	পৃথীশচন্দ্র গুপ্ত	৬৯
১০।	বসন্ত সমাগমে	অনাথবন্ধু সবকান	৭১
১১।	খুলনায় মেলা	রাজকৃষ্ণ রায়	৭৩
১২।	দেহরাজা	শিশিরকুমার ঘোষ	৭৬
১৩।	প্রতিজ্ঞা ও সত্বক্ৰি	দেবেন্দ্রনাথ শিকদার	৭৮
১৪।	গান	নিরঞ্জন চাট্টোজি	৭৯
১৫।	Queries.	Assiruddin Ahemmed	৮০
১৬।	গৃহলক্ষ্মী	জিতেন্দ্রনাথ মিত্র	৮১
১৭।	পারেশনাথ ভ্রমণ	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭
১৭।	স্বপ্ন (কবিতা)	বামনচন্দ্র বসু	৮৯
১৮।	বিদ্যা (কবিতা)	শচীন্দ্রনাথ বসু	৯০
১৯।	করুণাময়ী ভবতারিণী	শিশিরকুমার ঘোষ	৯১
২০।	ঠিক বেঠিক	বামনচন্দ্র বসু	৯৪
২১।	School Notes.		৯৫

আরাধনা ।

—:():—

দুঃখ দাও প্রভু তাহে নাহি ছুঃখ,
সহিবাবে দাও শক্তি ।
দুঃখ জ্বালা যেন তোমা না ডুলায়,
(যেন) কাণে পশে তব যুক্তি ॥
সাধু জনে কথ, ওহে দয়াময়,
দুঃখই তোমার নুৰতি ॥
তাঁই যদি হয়, আজ হতে হবে
দুঃখ সনে মোব পিবীতি ॥
ষাহা আছে মোব সব দিব তাবে, -
মন, প্রাণ, প্রেম, ভক্তি ।
একটা কেবল দিন না তাহায়, -
আমা ত'তে কভু যুক্তি ॥
ক্ষণ কাল বধ বাধ ঝামাটয়া,
ওহে ও ছুঃখের সাবধি ।
ত্যাগ-ধনা জ্বালি ত'বে আজি মোন
ঠিক দেবতার আনতি ॥
মান অপমান, পবাপব জ্ঞান,
দেবত-প্রেমের আভিহি ।
তাকনা আমায়, ওহে দয়াময়
বাক্য' পায় এই মিনতি ।

শ্রীযামচন্দ্র বসু ।

পদ্ম প্রসঙ্গ ।

আধুনিক শিক্ষা ও ছাত্র সমাজ ।

—:0:—

বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে বহুদিন ধরে অনেক চিন্তাশীল মস্তিষ্কের বুঝা আলোড়ন হ'য়ে আসছে। প্রচলিত শিক্ষার ধারা ও স্বরূপ নিয়ে মনিষিগণের মধ্যে হামে স্থানে একটি আখটু মতানৈক্য থাকলেও পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা যে এদেশের আব-হাওয়া ও রক্ত-মাংসের অনশুকুল তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার কচ্ছেন। তা'ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি যে “অসম্পূর্ণ” ও কেবল “অর্থকরী” তাহাও স্বীকৃত হয়েছে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানব রীতি-নীতি ও শিক্ষার পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু দেশ কাল-পাত্র-ভেদে সেটা সামঞ্জস্য করিয়ে নিতে না পারলে তার ফল এইকণ অপ্রীতিকরই হ'য়ে থাকে।

বাংলা তথা ভারত Plain living and high thinking এর দেশ। এখানকার অধিবাসীরা জাগতিক অপেক্ষা পারলৌকিক উন্নতির সমধিক পক্ষপাতী; তার নিদর্শন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু, ভারত আজ সমুন্নত জড়বাদী শিক্ষাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির অশুকরণে Spiritualistic নামের স্থানে Materialistic আখ্যা লাভেরই একান্ত পক্ষপাতী। ঐশ্বর্য যদি সেটা অভিপ্রেত হয় তবে আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে তার সংবর্ধনা করব।

শিক্ষা শব্দটির প্রকৃত অর্থ শারীরিক মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুর্বিধ বিষয়ে তুল্যরূপে উন্নতি। এ সকলের কোন একটার উন্নতি-চেহঁতা ও ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হ'লে সে শিক্ষাকে কখনই প্রকৃত এবং পূর্ণ বলা যেতে পারে না। ভারতের কথা দূরে থাক, মাত্র বাংলার কথা বিচার করলে আমরা কি দেখতে পাই? মানব-উন্নতির প্রথম ও চরম বিষয়—ব্যায়াম চর্চা এবং ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী, হ'তে নির্বাসিত। ইংরাজেরা বলেন, “A sound mind in a sound body”, প্রথম ও প্রধান কাঙ্ক্ষনীয়

বস্তু । তৎপরে অল্প সম্বলের আবশ্যকতা । মনোব আধ. ব. দেহ স্বস্থ ও স্ববক্ষিত না থাকিলে মানসিক উন্নতি কি প্রকারে সম্ভবপর হ'তে পারে ? আমাদের বর্তমান শিক্ষালয় ধর্ম্মিভে শারীরিক উন্নতি-বিষয়ক কোন পাঠ্য পুস্তকেব স্থান আছে কি ? পদোচ্ছ্বাসে সবকাবা ও বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়াম চর্চতার ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু সেটা কেবল কটুপক্ষের আপাত দোষ-কালনের জন্য । নৈতিক শিক্ষা ও এইরূপ পরোক্ষ দান করা হয়,—পঠিতব্য বিষয়ের ভিতর দিয়া উহা deduce করিয়া লইতে হয় ।

আমাদের এই শারীরিক উন্নতি বিষয়ক ব্যবস্থার অভাবকে আমাদের ভাগ্যের বিপর্যয় বলিব । পরাধীন জাতি আমরা, দৈহিক বল বলিয়ান হইলে তাহার Consequent মানসিক ও নৈতিক শক্তিতে জগতে টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা লাভ করিব তাহা যে কটুপক্ষের ভবিষ্যতের অমঙ্গল সূচক ! তবুও শ্রীভগবানের দুই চারিটা দান, উল্লিখিত যাবতীয় প্রতিবৃদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়া ও যে তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভায় বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছেন ও করিতেছেন সে কেবল, অনুকূল অবস্থায় পৌঁছিতে পারিলে আমরা ও প্রতিষ্ঠান অধিকারী হইতে পারি এই সত্যটা বুঝাইবার জন্য । প্রচলিত শিক্ষা দ্বারা দুই-দশ জনের কিঞ্চিৎ মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রশংসার কি আছে ? এক খানি বিরাট দেহের চারিটা অবয়বের একটি ম'ত্রেব পরিপুষ্টিতে গোটা দেহের কোন কার্য হইতে পারে কি ?

আর শিক্ষার বাহা উদ্দেশ্য—স্বষ্টিকর্তা পরম শিষ্য পরমেশ্বরে বিশ্বাস তদীয় অস্তিত্ব অনুভবে আনন্দ লাভ ও তাঁহার অসীমতায় আমার সমীপতাকে বিলীন করিয়া দিবার যে উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা জনিত শাস্তি তাহা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে সম্ভবে কি ? অল্প ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, হিন্দু জাতিরা ও, মুসলমানদের দ্বারা, এই পৃথিবীকে স্থানবাগ্মার চরম আবাস স্থান বলিয়া স্বীকার করেন না । স্বষ্টিকর্তার অভিপ্রায় পরীক্ষায় কৃতকাণ্ড । লাভের জন্যই মানবকে জগতের পরীক্ষা ক্ষেত্রে কিছু দিনেব অল্প বিচরণ করিতে হয় ।—পরীক্ষা শেষ হইলেই যথা স্থানের আহ্বান আসিয়া পড়ে,—আমরা মর জগৎ ছাড়িয়া নিত্যবাগ্মেব উদ্দেশ্যে যাত্রা করি এই ত ছুনিয়ার ধূলাখেলা,—তাতে স্রষ্টাকে এবং তদীয় আদেশ ও নিষেধ-বিধি অমান্য করিলে স্বষ্টি-শেখর মানব-নামের সার্থকতা থাকে কোথায় ? তাই আমরা শুনিতে পাই, সংসারাত্মম ত্যাগ ক'রে হিন্দুরা বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য এবং পল্লী-পুত্র-ভোগ বিলাসে জলাঞ্জলি দিবে মুসলমান “তাবেকুদুনিয়া” (সংসার বিরাগী) হইবেন ।

পূর্বের উক্ত হ'য়েছে ভারত Plain living ও high thinking এর দেশ । ইংরাজের আমলদারীর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা খাতগত-ভাবেই সম্পন্ন হ'ত । একারণ, নিত্য খামের সুখ-প্রয়াসী ভারতবাসী অনিত্যের সন্ধানে আজ বিক্রয় ও জড়বাদের মের্কি সম্মুখিতে অকুণ্ট হয় নি । বরং দারিদ্র ও অল্প-তৃপ্তি তা'দিগকে ঐশ্বর্য্যপিপাসু হ'তে দেয় নি । ঊনবিংশ শতাব্দীর মূখ্য ভাগে ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাক্চিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে, যে সকল মহামতি এদেশে ইংরাজি অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনে উৎসাহ দান করেন, তাঁরা, এদেশের অর্থনীতি-সমস্যার সমাধান যে অসাধ্য হ'য়ে পড়বে তা বোধ হয় তখন বুঝতে পারেন নি । তাই সকল উন্নতির মূল অর্থের কুশ্রুতায় এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির সাময়িক সংস্কার না ঘটায় আমাদের আদর্শ নষ্ট হয়েছে । ফলে প্রাচীন আদর্শ ত লোপই পেয়েছে এবং ঐঙ্গিত আদর্শকে ও স্থাপন করতে আমরা অক্ষম হ'য়ে পড়েছি । এই দোটারায় পড়ে আমাদের যা দুর্দশা ঘটেছে, দেশের চিন্তাশীল মাত্রেই তা সবিশেষ অবগত আছেন ।

ইংরাজ আমাদের সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের কতকগুলি প্রাণারাম স্কুল দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু তাদের স্বরূপ চিন্তার ক্ষমতা থেকে আমাদের বঞ্চিত রেখেছেন । স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণার সুযোগ আমরা পাই না । গবেষণার সাফল্য কার্য্যে কিন্তু কাজ দেখাবার হাত কি আমাদের মুক্ত ? এরূপ থলু শক্তির অধিকারী হয়ে আমরা Practice নয়, Theory এর Master ! যা'ক সে কথা । সুযোগ বা আনুকূল্য না পেলে ও এখন আমাদের আর ফিরিবার উপায় নাই,—হয় অগ্নি পরীক্ষায় সফলকাম না হয় চিরতরে অধঃপতিত ।

পাশ্চাত্য জাতির দৈহিক ও মানসিক শিক্ষায় ঐহিক সুখের পথ প্রশস্ত ও কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন । যা'ক এটা তাঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা; কিন্তু ভারতবাসী এঁদের অনুকরণে নিজের কো অনিষ্টপাতই না করেছে ! দুই পাতা ইংরাজী পড়ার কথা দূরে থাক, দুই তিনটা পাশ দিয়া সংসারে পা দিতেই, গোটা জগৎ তাদের চোখে অন্ধকারময় ও বিপদ সঙ্কুল বলে প্রতিপন্ন হয় । এর কারণ ত আজকাল আর খুঁজে বা'র করার দরকার নাই । —জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার মত শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় না তাই এ দুর্দশা বা পরিণাম । আর যা হয়েছে তা বলবার নয়;—হিন্দুর পূজা-আত্মিক, দেবতার স্তব স্তুতি ও শঙ্ক-ঘণ্টার রোল হয়েছে কুসংস্কার ! আর মুসলমানের নমাজ-রোজা, হজ্জ-জাকাত হয়েছে নিরক্ষরদের সরণি

(৭)—মার্জিত রুচি শিক্ষা দৃষ্টগণ সকল কর্ম কাণ্ডেরই অনধিগমা ।

ইংরাজি শিক্ষার মাহাত্ম্য আর একটি বস্তু এদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে—মৈত্রীর নাম ভক্তি । স্পর্শমণির সহযোগে লৌহ সুবর্ণই পায় কিনা জানি না তবে, এই ভক্তি মণির সংস্পর্শে যে কত খল সরল, কত নাস্তিক আস্তিক এবং কত পামণ্ড ত্বনাদপি নীচ হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই ।

ভক্তি একটা মৌলিক পদার্থ ।—পাত্র ভেদে ইহার নাম ভেদ হয় । মাতা-পিতৃ-ভক্তি, গুরুভক্তি, রাজভক্তি এবং সর্বোপরি ভগবদ্বক্তি । এই ভক্তি-প্রদর্শন কাজটা প্রথমতঃ আমাদের মাতা পিতার সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে । কারণ, গৃহই আমাদের শিক্ষানবিসির প্রথম স্থান । অভ্যাস-শক্তির ক্ষমতা অসীম—তাই বাল্যের নমনীয় বৃত্তিনিচয় অভ্যাসের সোনার কাটিস্পর্শে ক্রমোন্নতির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান হ'য়ে উঠে, এবং নরনারায়ণে প্রদর্শিত ভক্তি ক্রমান্বয়ে ভগবদ্বক্তিতে পরিণত হয় । তাই, এই ভক্তি মণি সংস্পর্শে দোদীপ্ত ওমর দেবদ্ব্যঙ্কিত নব জীবন লাভ করেছিলেন এবং এই ভক্তির মাহাত্ম্যই অতি বড় পাণ্ডা ভগাই-মাধাই প্রভৃ নিত্যানন্দের ক্ষমা লাভ করে ধরা হ'য়েছিল । তা ছাড়া ভক্তি যে কত অসংখ্য স্ত্রানী ও গুণীর সৃষ্টি করে এই উমর জগতকে ধরা করেছে তাঁদের সংখ্যা ভূর্জের ।

সর্বাপেক্ষা হৃদয় বিদারক হয়েছে আমাদের ছাত্র-সমাজের অবস্থা । যে দেশে গুরু-ভক্তি ছিল বিদ্যালয়ের হেতু ও দেব-ভক্তি ছিল মোক্ষ লাভের সেতু সে দেশের ছাত্র সমাজ অধুনা, স্থান বিশেষে পিতাকে পিতা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা এবং বিদ্যা মন্দিরের বাহিরে শিক্ষককে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে কুষ্ঠা বোধ করে । যে দেশের পল্লীতে দুদশজন একত্র হ'লে পুণ্য কথা ও চণ্ডী পাঠ এবং কোরাণ-হাদিসের চর্চা হ'ত, এখন তথায় দাবা-পাশার বিকট চালনার সঙ্গে পরনিন্দা ও পরচর্চার বিরাট বহর বিদ্যমান । মুকব্বিরা শিক্ষকদের সম্মান-মর্যাদা দেখান বন্দ করায় ছাত্রেরাও তাঁহাদের অনুকরণ কর্তে শিখেছে । ফলে তাঁদের প্রাপ্য গুরুজন-ভক্তির অংশ ও মূলে হ্রাস পাচ্ছে । অভিভাবকেরা শিক্ষকবর্গকে অবজ্ঞার চোখে দেখে দেখে নিজেদেরই অনিষ্টপাত কচ্ছেন । কারণ পুত্র যদি পিতাকে কোন লোকের প্রতি ভক্তিমান দেখে তা'হলে সেও নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে বসে । সুতরাং অভিভাবকগণ, শিক্ষকদের মর্যাদা বা সম্মান ক্ষুণ্ণ করলে প্রকারান্তরে নিজেদেরই গুরুত্ব খর্ব হয় এটা গ্রহণ জানবেন । প্রাচীন কালে আমরা পাঠাভ্যাসে আত্ম-

নিয়োগ করবার পূর্বে প্রয়োজন মত কেহ বাণী বন্দনা এবং কেহ আল্লার প্রশংসা সূচক স্তোত্র পাঠ করিতাম। নিম্নোচিত গুরু বা গুরুদ্বাদ এমন ধরণে তদীয় অধাপনার স্বরূপ বুঝাইতেন যেন ঈশ্বরের দয়া এবং গুরুর আশীর্বাদে না হ'লে বিছালাভের কোন আশাই থাকিত না। শিক্ষার্থীর শৈশব-সুখভ নবনীভোপম সরস মানস-ক্ষেত্রে সদভ্যাসের মধুময় বীজ উপ্ত হইলে তাহার ফল যে আমরণ দেবভোগ্য থাকে ইহা প্রমাণিত সত্য। মানসীক সদ্ভূতি-নিচয়ের উন্মেষে যে অভ্যাস সাপেক্ষ তাহা মনোবিজ্ঞানবিদগণ একবাক্যে স্বীকার করবেন। অভ্যাস-শক্তি একদিকেই ফল প্রসবিনী হয় না। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখতে পাই সামান্য ধূমপায়ী বা মাদক দ্রব্য-সেবী তাহার শেবনাভ্যাস ক্রমাগত চালাইতে থাকিলে উহা কালে এমন উৎকট অবস্থায় পরিণত হয় যে তখন জোর করিয়াও সেটা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের বালক ও যুবকেরা ধর্মভাববিরহিত শিক্ষার কবলে প'ড় অভ্যাস-শক্তির অভাবে পূর্ব পুরুষের আচরিত ধর্মভাব এবং গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও হারাইয়াছে। তবে ছুই চারিজনের মধ্যে যা একটু দেখা যায় সে কেবল গোঁড়া পরিবারস্থ অন্ধ-অজ্ঞ (?) মুকুবিদের আদর্শ বা পুণাপূত সংস্পর্শের প্রভাবে।

যত্ন পাশ্চাত্য শিক্ষা! তোমার মোহিনী মায়া এদেশের ভবিষ্য পুরুষ-দিগকে কি চমৎকার ভাবেই না মুগ্ধ করিয়াছে! তোমার সেবায় ইহারা যতটা আজ-নিয়োগ করিতে পারুক বা না পারুক তোমার সহযোগীদিগকে অতি প্রশংসনীয় রূপেই আয়ত্ত করিয়াছে।—কর্ণমূল ও ঘাড়ের গোড়া চর্ম দৃষ্ট ভাবে পরিস্কার করা, বকের শেষ প্রান্ত পধ্যন্ত খোলা কোট পরা, ১২। ১৩ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই নাকে রোল গোল্ডের দিবা ঠুসি পরিয়া কলুর বসদ সাক্ষা, বিংশতি প্রকার কলার (collar) ও আন্তিন বিশিষ্ট জামার ব্যবহার, সিগারেট ও নস্স নামক বস্তু দুইটির সৎকার, ছড়ি-বড়ি-গন্ধ দ্রব্যের আশ্রয় শ্রদ্ধা, ব্যায়ামের নামে সাহেবী সরঞ্জামে খেলার মাঠে বাহাজুরী দেখান এবং ঘোড়া না থাকিলে ও চাবুক চাইরূপ আকারে অভিভাবককে ওষ্ঠাগত-প্রাণ ক'রে তোলা ইত্যাদিরূপ সাঙ্গোপাঙ্গরা এদেশে যথোচিত কদর পাইয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সৈয়দ আহম্মদ আলী, এল, টি,

ଆଁନାରେ ।

— ୧୮୫ —

ଏଥନୋ ଆସିନି ଆଧାର ଡଗଡ଼

ଡାଲିଆ ଅମିୟ ଆଲୋକ ଧାବା,

ଏଥନୋ ଖେଲେନି ନୂପନ ସୁନ୍ଦରୀ

ଏକଥା ତାମସୀ ଜନ୍ମ କାବା,

ଏଥନୋ ଫୋଟେନି ଡୋଛନାବ ହାସି

ଡାମେନି ପାପିୟା ସୁବାବ ଧାବା,

ଏଥନୋ ଜାଗେନି ଟି.ଏ. ବଢ଼ନା

ଆବାବେ ଧବଳୀ ଆମନ ହାବା,

ଏଥନୋ ଫୋଟେନି କାନନେ ଶୁଭ୍ରମ

ଗଞ୍ଜେ ନୋହିତ କବିୟା ମହୀ,

ଏଥନୋ ଛୋଟେନି ସୁବାବ ଡୁଏ

ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ୍ର ପରମ ବହି;

ଏଥନୋ ଆସିନି ଡାମିୟା ବା ଡାମେ

କେବିଲ ବାଞ୍ଛେନ ପ୍ରବାବି ତାନ,

ଏଥନୋ ଉଠେନି ପଲ୍ଲବେ ନାଚିଆ

ବାହାବୋ କରୁଣ ଆତ୍ମାସେ ପ୍ରାଣ;

ଏଥନୋ ଆଧାର ଚନ୍ଦ୍ରିନୀ-ଢାବେ

ପଢେନି କାହାବୋ ଅମର କବ

ଏଥନୋ କେଉଁତ ଆସିନି ଅଦୃଶେ

ବହିୟା ଆଲୋକ ଆଧାର ପର

এখনো খোলেনি স্মৃতির কুমার

রাজেনি কাহারো স্মৃতি খান

এখনো পশেনি স্নদয়ে কাহারো

চেতন-স্বরের বাণীর তান ;

নীরব নিখর স্তব্ধ জগত

নীরব নিখব এ মম প্রাণ ;

নীরবে নীরবে নিখিল ব্যাপিয়।

উঠিছে কি এক নীরব গান ।

স্বপ্নজগতের র :

ওদ (স্বপ্ন)।

Dr. Arnold's work at Rugby and its lessons for modern teachers.

—————:0:—————

Birth :— Dr. Thomas Arnold was born in the village of West Cowt in the isle of Wight in the year 1795 A. D.

Education :— He joined the grammar school of Warminster in 1803. From 1807 to 1811 he studied in the public school of Winchester. Then he joined the Christ College, Oxford in 1812 and in 1814, he took his degree with first class in Classics. In 1815 he became a fellow or Oriol and in 1818 he was ordained. After this he was at Lalleham, in Middle-sex as a Curator from 1820 to 1828. From Lalleham Arnold was elected Head Master of Rugby in 1828 A.D.

Dr. Arnold was a brilliant scholar and a man of sterling moral character. So his election to the post of the Head Master of Rugby was quite judicious. The period of Arnold's life spent at Rugby is what we are to make a review of.

When Dr. Arnold was appointed to the post of Head Master of Rugby the condition of all the English public schools was in an urgent need of reform. Traditional system of classical studies formed the best part of the curriculum. Hence, a visible unrest was rampant for an immediate reformation in the existing order of things; but majority of the people were against any kind of change; and beside a competent hand also, was wanting to effect the desired change; and it was by this time that Dr. Arnold entered the arena of his pedagogic life.

This time the public schools of Britain were so many nurseries of vice and Arnold had marked it thoroughly when he took to his profession. A man of independent character, personality and free will he might have proved a successful statesman or politician but his love of tuition, his attachment to morality and an ardent desire for removing the vices prevalent in the educational institutions Arnold could not but respond to the call of propriety duty for the uplift of his country. Consequently, when accepted his appointment at Rugby he was determined to act in accordance with his free will at any cost.

Arnold's aim was to make his pupils true Christians and the school a true Christian school. With this end in view he planned to work as follows :—

He found that in the school there was any thing but discipline which was the stepping-stone to cultured life. Vice and corruption

were eating into the vitals of the boys. A spirit of combination, deliberate lying and an atmosphere of insubordination pervaded the whole school. To secure a general discipline of the school Arnold introduced the fagging system. He saw that until and unless he could avail himself of the hearty co-operation of his higher class boys it would be simply impossible to effect a good government in the school. Hence the Sixth form boys were deligated with some power so that a systematic government might be carried on among the boys themselves. Though this system was condemned by some, yet Arnold remained unmoved. He did not like corporal punishment which he had retained only on principle and made use of it in the case of lower form boys as sparingly as possible. For moral offence corporal punishment was also inflicted. Besides, he used to remove unfit, incorrigible vicious boys occasionally for the reason that other good boys might catch contagion from them and thus spoil themselves. This sort of removal, for the first time, caused a great sensation among the guardians who could not find any grave reason. The boys, that were removed, were not necessarily the bad boys but majority of them seemed to Arnold to be too incapable of deriving any benefit from the school.

Arnold expelled boys rarely. These were incorrigible and guilty of immoral vices. In this way, partly with the co-operation of his Sixth Form boys and partly by removal and expulsion Arnold was successful to bring about a perfect and ideal discipline in the school.

Then comes his system of instructions. He adopted the Socratic method of questioning i, e, he used to put questions in such a manner that boys had to observe, think and exercise their power of imagination and expression. He always worked *with* the boys instead of working *for* them. It was Dr. Arnold who first felt the importance of the

introduction of Geography, Modern History, Modern Literature and Mathematics in the old time-honoured curriculum over burdened with mere classical weights. He was of opinion that boys were not to stock their minds with learning and knowledge but they were to learn how to acquire them. Intellectual attainment carried no greater importance to Arnold. He admired a stainless character and true manliness, and above all, an average knowledge if acquired with honest labour. In class lessons Arnold did never confine himself in the narrow range of text-books ;—he used to gather informations from other sources and advised his pupils to read those books which needed any reference. He always worked with his pupils and not for them. In teaching history he roused an expectant interest of the pupils in such a way that their intellectual thirst rose to its highest pitch. In translating a modern language into English he was exemplary. To give an impetus to intellectual education Arnold introduced a system of awarding prizes and scholarships to meritorious boys.

Arnold always appealed to the mind of his boys. He never disbelieved them. Hence boys felt themselves ashamed to tell a lie to him. His satisfaction at the right answer of any boy made its appearance in the word “thank you” and his dissatisfaction at a wrong answer met with a sudden “sit down.” Arnold himself seldom corrected any mistake at once. He did not cease to make the boys right answer or at least attempt to correct the answer. If by no means the boy could help to answer correctly Arnold asked brighter boys to help the unsuccessful one in giving the right answer. In this way he stamped every thing he taught on the tablet of the mind of boys.

As Arnold sought the aid of his Sixth Form boys for the government of the school, so also he sought and took the help of his assistant masters. He always consulted with them in all sorts of school affairs either grave or insignificant. He gave them free scope to learn and

use their personality. In the conference of the teachers they could fully give out their individual opinions in all matters. Arnold's treatment of them was kind and amiable. He felt happy at their good name and praise. Arnold wished them to be ordained as soon as possible.

To improve the moral side of the boys Arnold introduced a prayer before the first lesson and delivered a sermon every Sunday. At first the number of the boys present was small, but it rose to 300 three hundred in the long run.

Syed Ahmed Ali, L. T.

আক্ষেপ :

—(১১)—

আমি বোচয়া! পুণ্য কিনেছি তুংখ দৈত্য ক্রেশ ।
 দীপ গুলি সব নিবায়ে দিয়েছি,
 পলকে অঁধারে মগন রয়েছি,
 কাস্তুরি হারায়ে হর্ষে ধরেছি দীন বেশ ॥

আমি পৰহারা হয়ে ঘুরিতেছি বন মাঝে ।
 হিংস্র ঝাপদে ধরিল বেড়িয়ে,
 দিবসে আপনা রাখিগো লুকায়ে,
 ভাবি না ক্ষণেক মোরে কে রাখিবে সেই সান্নে ॥

প্রিয়জন-শোক-মোহে নয়ন ভাসাট চলে ।
 স্বরূপ প্রিমা ভ্রুবায়ে সলিলে,
 সুখ স্বপ্ন লাগি বাদি কলে বলে,
 হবে, আমার য জন হবে ত ডাকিনা ভুলে ॥

ওবে, আজ আমি আর চিনিতে পারিনা তবে ।
 শত দুঃখ মাঝে, সে যে সুখ-অলো,
 বানে বাবে মোব জীবনের কালো -
 মুখে দিয়ে যায়, কাণে কাণে কত কি বলেরে ।

চক্ষে দেখিনা তবে, কর্ণে পশেনা হাব বাণী ।
 আমি অন্ধ বদন গবন দুপু,
 আমি অলস অবস চির স্তম্ভ,
 জাগিত চাটিনা ভাসিতে চাটিনা ধুম থান,
 যদি ওসে মোব, ওগো আমারি মাথান মণি ॥

শব্দ ০০ চন্দ্র ১৩

১৯৬০ খ্রিঃ

স্বপ্ন ।

কবে আবার সে দিন ফিরবে !

—:0:—

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, দিবাভাগেব নিদারুণ গ্রীষ্ম তাপে তাপিত ও ক্লিষ্ট দেহে নিশীথে
 ওদ্ভাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিতেছি আমি যেন কোন অভিনব দেশে নীত হইয়াছি, তাহার
 অপকূপ সৌন্দর্য্যে জগবাসী মাত্রই মোহিত হয় । দেশটা বালুকাময় হইলেও স্থানে স্থানে অমৃত

তরু সমন্বিত ফল পুষ্প পরিশোভিত পরম রম্যোচ্চান বিরাজিত। কোথাও পরস্পাপহারকগণের ভীষণ মূর্তিতে বিচরণ, কোথাও বা পরম ধার্মিক প্রবরদের উপাসনার্থে গমন, এবং বিধ পরস্পর বিপরীত অথচ বিচিত্র দৃশ্যাবলী অবলোকন করিয়া মন অপূর্ণ আনন্দ রসে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ একটি বৃক্ষ তলে উপবেশনাত্মক সেই জগৎ পাতার মহিমা চিন্তা করিতে লাগিলাম, যিনি ফল জল সমন্বিত নরনারী পূর্ণ দেবতুল্য স্থান পরিহার করিয়া কঠোর কলংস্কারবিষ্ট আরবের বালুকাময়ী মরুকে স্রী মহাজ্ঞা প্রচারের স্মৃতিকা ক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়া ছিলেন। — বিচিত্র তাঁহার লীলা, বিচিত্র তাঁহার কার্য প্রণালী, নিরতিশয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ মানব তাঁহার কার্য বিচিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত কেবল তাঁর মহিমা কীর্তন করিতে থাকে, এইরূপ চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ভাবে কহকণ কাটিয়াছিল জানি না।

হঠাৎ এক স্বর্গীয় সৌরভ মনীয় চিন্তাস্রোতে বাঁধা প্রলান করিল। চতুর্দিক আমোদে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শূন্য দেশে সর্বপ্রদাতা পরম দয়ালু স্রষ্টাকর্তার নাম শত কর্ণে স্রবরে গীত হইতে লাগিল, আমি মর্মে থাকিয় ই স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। সতসা সেই সঙ্গীতের মধ্য হইতে এক অমিত তেজঃ শ্বেতশ্রী বিশিষ্ট মহিমান পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার এক হস্তে জপমালা, অন্য হস্তে দৌব যষ্টি, মস্তকে শ্বেতবর্ণ পাগড়ী তাঁহার বদনজ্যোতিঃ পৌর্ণমাসী চন্দ্রকেও হীনপ্রভ করে। আমি বিষয় বিহবল ভাবে তত্ত্ব গদগদচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি প্রত্যাভিবাদন করিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহকের ছায় চাহিয়া রহিলাম ও দেখিতে পাইলাম তাঁহার অধর প্রায় সदा হাস্য বিরাজমান। তাঁহার সন্তোহ দৃষ্টিতে মনে বল পাওয়া জিজ্ঞাসা করিলাম — “দেব, কবে আমাদের দেশবাসী আবার সেই অবস্থায় উপনীত হইবে? কবে বাহ্য আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া কার্যে সাফল্য লাভে প্রাণপণ করিবে? কবে তাহার মুখে হাসি, বাহ্যে শক্তি হৃদয়ে সতেজ ভাব পোষণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে ও মাতৃ ভূমির গৌরব বৃদ্ধিবে এবং কবে তাহার স্ব স্ব ধর্মের মহাজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে? কবে তাহার ধর্মের ও দেশের জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না?” এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি মৌনাবলম্বন করতঃ সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমি চাতক, প্রভু পৌর্ণমাসী চন্দ্র। তাঁহার মুখচন্দ্রিমা ঘনঘনাবৃত হইয়া উঠিল,

আমার মুখ শুকু হইয়া উঠিল, কি জানি ও দলমুখে কি বাণী প্রকটিত হয়। মাতা হউন
নিবাকবেব আগমনে যেমন অন্ধকার বাণী অগসাবিঃ হয়, তখনই প্রভুর মুখচন্দ্র ধ্যাম পানিয়া
হইয়া উঠিল।

‘নি সাহায্যে কোবিল বিনিমিত্ত অব বলিলেন “বাস” হবণ্য ১ই দি.
তোমাদেব ভাগা পবিবদন হইবে, যে দিন তোমরা সন্ধান পন্ন হউয়াও তহাশ হতাবনা, ১ই
বাপের কনা প্রাণপন চেস্টা করিব, তোমাদেবও তো বহু মাংসময় দহু শাড়, জীবনী মঃ
আছে তাও পঃ গাছ, সবও বহিয়াছে, তবে আনান নিশ্চেষ্টে নোন ৭ অশঙ্কা কি : ১ ভাব
বা কিসের ? বাহার শব্দে মস্তা আছে তাহান চুপ করিয়া বসিয়া থাক। কোন ক্রমেই টাট
নাহ । এ বিশাল সংসারে বাজান তেলেই হউক আব চাপান তেলেই হউক, সকলেই নঃ
বহিয়াছে । দম্বাই উর্গাইব মল, অন্যতমতাই তোমাদেব পত্নেব কানন। তোমরা মাংস
নিক অগ্রনর শুও তাহাও তবগুত শাখি পাটান। দম্বা নঃ করিয়া সনঃগঃববঃ স্তঃ
পবিশ্রম কব। সামর্থ্য নিয়োজিত নব, তোমঃ পকঃ মনঃমা পদঃগা হউলেই তব দেহঃ
মঙ্গল। ”

এই পণ্ডিত বলিয়া তিনি আশীর্বাদ করিয়া অস্তিত্ত হইলেন । আনিও জাগরি
হইলাম । তখনও নেই স্বর্গীয় দৌরভ অনড়ত হইতে লাগিয়া, মন আপনাপনি ভক্তিরসে আচ্ছন্ন
হইয়া উঠিল। তম উঠিয়া প্রার্থনা করিলাম “প্রভো” তঃ সঃ ও কার্য্য পরিণত করিয়
পবদনলিত পবকব পীড়িত দেশবাসিকে উদ্ধার কবন ।

আর্চনটুকন অঃমদ

বঃশঃগা ।

“ভক্তি ।”

ভক্তি মানব জন্মের একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি । ভক্তি মানুষকে বিনয়, মন্যতা, সৌজন্ম,
শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতি বিবিধ গুণালঙ্কারে বিভূষিত কব । পক্ষাঘুরে ভক্তি হৈন হৃদয় নঃবস
মকবৎ । যেমন মরুভূমিতে স্নিগ্ধ-দর্শন শ্যামল মনঃগঃ তকলতাদির উদ্ভব হয় না, সেই কপ

ভক্তিশূন্য হৃদয়ে বিনয়, নমস্কা সৌজন্ম প্রভৃতি পরম রমণীয় সঙ্গুণাবলীর বিকাশ হইতে পারে না। বাঁহারা হৃদয় ভক্তি রসে আপ্ত, তিনি মনে মনে যে অপার অনির্কটনীয় আনন্দ লাভ করেন, তাহার সহিত সংসারের সর্ববিধ সুখ ভোগের ও তুলনা হয় না। ভক্তির একটা বিশিষ্ট গুণ এই যে, ইহা ভক্তকে উৎকৃষ্টের অনুগামী হইতে প্রবর্তিত করে। উৎকৃষ্টের অনুগমন ভিন্ন কখনও উৎকৃষ্ট হইতে পারা যায় না। সুতরাং ভক্তি না থাকিলে কখনই আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায় না। যিনি স্বার্থ ভক্তি করিতে জানেন, তিনি ক্রমশঃ আত্মোন্নতি সাধন করিয়া নিজে ভক্তি ভাজন দেব পদে সমারূঢ় হন। যে ব্যক্তি ভক্তি দ্বারাকে বলে জানে না, সে উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া নরাকাব পশুতে পরিণত হয়। ইংরেজী বিশ্বপাঠ্য পরমেশ্বর, মাতা পিতা, মাতাপিতার সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ, অগ্রজ, অগ্রদূত ও ততুল্য সম্পর্কীয়গণ, শিক্ষাদাতা গুরু, অন্নদাতা প্রভৃ, রক্ষাকর্তা রাজা ইহারা সকলেই আমাদের ভক্তির পাত্র। ইহাদিগকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলে ইহকালে সুখ ভোগে ক্ষতি ও পরকালে নিরয়গামী হইতে হয়। ভক্তির পাত্রাপাত্র বিচার করিতে নাই, বাঁহাতেই কোন সঙ্গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ বা নিরুন্মত্ত জাতীয় হইলেও তাঁহাকে সমুচিত ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার সঙ্গুণেব অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। যে ভক্তি এবং বিধ উন্নতির মূল সেই ভক্তি আজ বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে বিরল। ভক্তি হীনতা বশত তাহারা মোহের মাদকতা শক্তিতে অভিভূত। হায় ! এদের কি এ মোহ নিদ্রা ভাঙিবে না ? চির দিনই কি এরা ভক্তির অভাবে আত্মোৎকর্ষ সাধনে বিমুখ থাকিবে ? ইন্দ্র কি এদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না ? চিরকালই কি এরা দুঃখের বাঁধায় নিম্পেষিত হইবে ?

আছির উদ্দিন আহম্মদ।

ষষ্ঠীয় শ্রেণী।



শিক্ষার অনায়াস ।

। ১ : ০ - ১ ।

বর্তমান যুগে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দেশ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । বিজ্ঞা কেবল মাত্র অর্থকরী হওয়ায় মানবের এত অধিক অধঃপতন সত্ত্বেও হইয়াছে । আজ বঙ্গের সর্বত্র ধর্মের আনি উপস্থিত হইয়াছে, তাই ছাত্র জীবনে উচ্চতা ও ধর্মের অভাব, যৌবনে গুরুজনে অনাদর ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সাম্প্রদায়িক জীবনে ধর্মামুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা সমাজকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে । আজ গৃহে গৃহে দেবসেবা হয় না, গ্রামে গ্রামে ধর্ম সভা নাই মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা সকালে শব্দ ঘটা বাজে না, কথকতা, চণ্ডাব পাঁচালী বা রামায়ণ গান দ্বারা আর লোক শিক্ষা হইতেছে না ; গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ এখন আর মন্দির প্রাপ্তনে বা ভক্ত ভলে বসিয়া শাস্ত্র চর্চা করে না, পরচর্চা ও পরনিন্দা এই সকল স্থান এইক্ষণে পূর্ণ মাত্রায় অধিকার করিয়াছে । আমাদের যে রূপ সাধনা ফলও আমাদের সেউদপ হইবে । যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বারা ভারতে এক কালে মানুষ গঠিত হইত—এখন তাহার সর্বস্বাত্মিক পরিবর্তন হইয়াছে । জীবিকাকর্জনের কঠোর শ্রম মানুষের ধর্মভাব সঙ্কুচিত হওয়াতে নৈতিক শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে । রাজনীতি সমাজের প্রধান স্থান অধিকার করিয়া ধর্ম নীতির আর স্থান নাই । যে ভাবে বাঙ্গালী জাতি কুসংস্কারাক্রান্ত হইয়া অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে তাহাদের ধর্মালোক প্রাপ্তির আশা ক্ষুদ্র প্রায় । ১৯শতাব্দীর ৩০ বারের আশ্বাসবাণীর উপর মানুষ নির্ভরশীল হইতে না পারিলে—মানুষ আশা পূর্ণ হইলে তাহার ধর্ম অনিবার্য হইত । কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ইচ্ছা নয় । তিনি পাপীর উদ্ধার সাধনে, অধর্ম ধ্বংস করিবার জন্য যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া মানবের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছেন । তিনি নিজেই বলিয়াছেন “Hate sin, but love the sinner”— অধর্মকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ভালবাসিবে । পাপী উদ্ধার প্রার্থী তাহাকে উদ্ধার করা প্রত্যেক ধর্ম প্রাণ মানবের প্রধান কর্তব্য । আমরা প্রত্যেক কার্যের দোষ অনুসন্ধান করি । মাছির ছায়া পচা ক্ষত খুঁজিয়া বেড়াই আমরা উজ্জ্বল দিকটা দেখিবার জন্য অস্বস্তি নহি । “We should look to the bright

side of everything.” প্রত্যেক শান্তিকামী মানবের এই মহাবাহী হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে স্তরে গভীরে অনবরত প্রতিধ্বনি করে তাহা করিতে হইবে। নতুন বাঁচিবার আশা হ্রাশ। যে নৈতিক শিক্ষা দ্বারা ভারতের স্থান পৃথিবীর সর্বোচ্চস্তরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার বর্তমান অবস্থা এরূপ শোচনীয় কেন হইল ইহা ভাবিবাব বিষয়। কি পত্তা অবলম্বন করিলে ভারত আবার তাহার স্বস্থান লাভ করিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। টুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে পত্তন অবশ্যস্বাভাবী। “We can not stand still; as soon as progress ceases, retrogression commences”—আমাদিগকে ভাবী উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে। দেশকে পুনরায় তাহার স্বস্থান অধিকার করিতে হইলে মানুষ গড়িতে হইবে। শৈশবেই ইহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তাই বিদ্যালয়গুলির দিক আমাদের দৃষ্টিপাত করা বিশেষ আবশ্যক। শিক্ষক ও অভিভাবকগণকে নিজেরা সৎপথে থাকিয়া স্ফূর্ত্যময় মতি বালকগণের চক্ষুর সম্মুখে তাহাদের আদর্শপূত চরিত্র প্রকট করিতে হইবে। ‘Example is better than precept’ এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বালকগণের হৃদয়ে ধর্মভাব জাগরিত করিতে হইবে। তাই অগ্রে শিক্ষকগণকে ধর্মপ্রাণ করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে শিক্ষক নিয়োগ সময়ে শিক্ষক মহাশয়দের নৈতিক দিকটা দেখিবার আনুশঙ্গিকতা উপলব্ধি করি নাই। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি মণ্ডিত হইলেই, “অজ্ঞাত কুল শীল” তথা কথিত মানবকে সাদরে আমাদের বালকগণের চরিত্র গঠন; শিক্ষার ভার দিয়া থাকি। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। বালকগণও শিক্ষকগণের শিক্ষার আদর্শে শিক্ষিত হইয়া সংসারের ভার স্বন্ধে গ্রহণ করিয়া সংসারকে সযত্নে আবাস স্থানে পরিণত করিতেছে। বালকেরা সর্বদা যাহা দেখে বা শুনে তাহাই অনুকরণ করে। তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে নির্মল ধর্মভাব সর্বদা উপস্থিত রাখিতে হইবে। তবেই আমরা তাহাদিগকে মানুষ করিবার আশা করিতে পারি। কেবল মাত্র শিক্ষকগণ দ্বারা এ কার্য সাধিত হইবে না। বাটীর অভিভাবকগণকেও বাক্য ও কার্যে পবিত্র ভাবে থাকিতে হইবে। নতুবা বালকদের হৃদয়ে দুর্নীতির বীজ অঙ্কুরিত হইবে, ক্রমে তাহা মহা-মহীকর্মে পরিণত হইবে, এবং আবশ্যক মনে করিলেও বালকগণ উহা হ্রাস হইতে উন্মূলিত করিতে পারিবে না। সামান্য একটা মাত্র নীতি যদি প্রথম হইতে বালক হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই বালকগণকে উন্নত করা চলে। সত্য কথা বলিবার সাহস থাকিলে

অজ্ঞাত সমস্ত নীতি প্রণেতাব হৃদয়ে বক্রমূল হইবে। তাই আমরা কবিকে বলিতে শুনিয়াছি—

সহোনার্ক প্রতপতি সন্তোনাপায়তে শশী

সহোদ্রানুশ্রুতং সন্তো লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

এক সতাই জগতকে রক্ষা করিতেছে— করিবে। অথচ এই 'প্রব' 'সতাই' আমরা পালন করায় আবশ্যকতা দেখি না। মিথ্যা কথা না বলিলে চলে না ইহাই বর্তমান যুগের ধারণা হইয়া পড়িয়াছে। ভারত বিজয়ী লর্ড ক্লাইব সম্বন্ধেও ইহা "Political Diploey" রাজ নৈতিক কন্দি নামে অভিহিত। সাংসারিক হিসাবে ইহাব অপ্রকৃত আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি করিতে চাহেন তাহাদের নিকট মিথ্যা কথনের কোন আবশ্যকতা নাই। আব বিদ্যা শিক্ষার সময়ে ইহাব আদৌ কোন দরকার নাই। এই একমাত্র নীতি অদ্য দুটাক পবিত্র পরিবেশে, অজ্ঞাত অসং প্রভৃতি সহকেই অপসারিত হইবে।

তাই বালকগণ বাহ্যতে সদা সত্য পথে থাকিয়া সত্য কথা বলিয়া, সত্য চিন্তা করিয়া ব্রহ্মচর্যা পালন করেন, অন্তরীক্ষে আনন্দিত্যকে মগ্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে পারি। —নৃত্য বাসা, গণিত, ইতিহাস বা ভূগোল শিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে মান্য করিতে পারিব না। এ বিষয়ে কিরূপ ভাবে কার্য করিলে বালকগণ সহজে এই স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। ক্রমে ইহা আমরা প্রতিষ্ঠিত করিব।

চিত্রকর।

কর্ণাটের রাজ্য।— অসীম ছিল তাব ক্ষমতা। ভোরের আলোয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সভা বসত। সভায় সবাই স্থান পেত—দনী দরিদ্র, রা ১, প্রজা।

সব চেয়ে রাজা ভালবাসেন চিত্রকর। অনেক চিত্রকর তাঁর কাছে আসত আর তারা তাদের নৃতন তুলীর টানে জগৎ বা কিছু সুন্দর, বা কিছু পবিত্র তাহাদের আরো সুন্দর আরো বহুশ্রম করত তুলত।

—একদিন নতুন শ্রমভারের সঙ্গে —এক তরুণ তাঁর সভায় এল, হাতে একটি লাল রংয়ের তুলী। তার মুখ খানি ছিল দারিত্রে ম্লান, তার চোখ ছিল প্রতিভার তীক্ষ্ণ অলোচে উজ্জ্বল। সে বলল, সে চিত্রকর। রাজ্য সভায় থাকতে চায়। রাজা তাঁর দারীকে বললেন এক খানি আসন দিতে তার জন্য।

রোজ সকালে চিত্রকরেরা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত, আর নবীন চিত্রকর সে এক কোণে বসে তুলী দিয়ে পটের উপর রঙের ছাপ দিত। সবাই তার ছবি দেখে বলত ছি ছি, কেউ বলত তুমি আমাদের মাথা হেঁট করলে, কেউ তার হাত থেকে তুলী টেনে ফেলে দিত। এমন ভাবে শত অবজ্ঞার ভেতর দিয়ে তার দিনগুল কেটে যেত। কিন্তু রাজা তাকে অবহেলা করেন নি। তার করুণ মুখ খানি দেখলে রাজার হৃদয় কিসের ব্যাথায় যেন ভরে উঠত। তিনি সে চিত্রকরকে বড় আপনাতর করে নিয়েছিলেন।

দোল পূর্ণিমা এল। —চারিদিক ফাগুয়ার রঙে রাস্তা হয়ে গেল। রাজা বললেন ফাগ পূর্ণিমায় যে সব চেয়ে সুন্দর ছবি আঁকবে সে হবে সবশ্রেষ্ঠ চিত্রকর আর সে উপহার পাবে তাঁর গলার বহুমূল্য মুক্তার হার।

তখন নিশীথ রাত্রি। —চাঁদের আলো আলোকের ফুলঝুরির মত দোলের দিনের রাজ্য খরার উপর ঝরে পড়ছিল। রাজা চিত্রকরদের কাছে গিয়ে তাদের ছবি দেখলেন, কিন্তু নবীন চিত্রকরকে দেখতে পেলেন না। তিনি প্রাসাদে এলেন। নদীর ধারের ছোট ঘরটা যেখানে সেই তরুণ চিত্রকর থাকত সেই ঘরের দিকে গেলেন তখন সে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল! তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ভীমা নদী, পূর্ণিমার জোয়ারের টানে তার বুকের ব্যথা গুম্বরে উঠেছিল —সে তীরের উপর আচ্ছন্ন পড়ে তার মরমের ব্যথা জানাচ্ছিল। রাজা ঘরে ঢুকলেন তখন চমকে উঠলেন। সেই ঘরে ছিল সেই তরুণের প্রাণহীন দেহ খানি পড়ে। তার বুকে বেঁধান ছিল এক খানি ছোরা, আর তার দেহের পাশে খানিকটা রক্ত পটের উপর পড়ে ছিল। ভাতে তার সেই লাল রংয়ের তুলীটা ডুবান। পট ফাগুয়ার সঙ্গে রাস্তা ছুনিয়ার মতই রাস্তা হয়ে গিয়েছিল।

রাজার দেহ অচল হয়ে গেল। তিনি বসেপড়লেন, তাঁর কাণের কাছে কে যেন বলতে লাগল “ওগো! এত ব্যথা কেন, এত রক্ত কেন?” তার কাছে পড়েছিল এক খানি খাতা। রাজা সে খানি ভুলে নিলেন। সে খাতা গানিতে রক্ত দিয়ে যা লেখা ছিল রাজা

পড়লেন। তার ভিতর লেখা ছিল— “ওগো রাজা! ওগো আমার বন্ধু! আজ বিদায়,
—আমি এসেছিলাম তোমার কাছে শুধু বহুদিনকার স্মৃতির টানে। তুমি রাজা আমি
তোমার চিত্রকর। আগে তোমার স্নেহ বুঝতে পারি নাই। আজ মরণের পথে তোমার
স্নেহ আমার হৃদয় দ্বারে এসে পৌঁছেছে, সেই স্নেহের প্রতিদান —ওগো আমার হৃদয়ের রাজা
আমার এই ফাগু পূর্ণিমার ছবি —আর এই খাতা। ভাই! এ আমার বুকের রক্ত দিয়ে
লেখা —আজ বিদায়।

রাজা সেই ছবি খানি তুলে মাথায় নিলেন। তার প্রাণ হীন দেহ খানির দিকে
চেয়ে বলতে লাগলেন “বন্ধু! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। কিন্তু ভাই, তোমায় পেয়ে হারানর
চেয়ে না পাওয়াই যে ছিল ভাল।”

রাজা ধীরে ধীরে তার গলার মুক্তার মালা খুলে সে প্রাণ হীন ভকৃণের গলায় পরিয়ে
দিলেন —

গুণীশচন্দ্র সেন
প্রথম শ্রেণী।

বসন্ত সমাগমে।

বসন্ত-পঞ্চমী, সবে আনন্দে মগন,
আনন্দে করিবে পূজা জগদ্বাতা শ্বেতভূজা
নাচিছে আনন্দে আজি আৰ্য্যমুগ্ধগণ
বসন্ত-পঞ্চমী, সবে আনন্দে মগন।

ভাই মা আনন্দে ডাকি আনন্দ দায়িনী
শুভদিনে শুভকণে এস হৃদ পদ্মসনে
প্রীতি উপহারে আজি পূজি পাটখানি।
এস মা সুদিনে শ্বেত-সরোজ বাসিনী।

বিবিধ বিটপীবাতি প্রফুল্ল কুম্বনে সাজি
 নবীন পল্লব নব মঞ্জুরী ভুষণে
 হাসিছে প্রকৃতি দেবী প্রফুল্ল আননে ।

শুন শুন রব তুলে খায় অলি নানা ফুলে
 মন প্রাণ মুগ্ধ হয় কোকিল কুজনে
 শরীর জুড়ায় আত্মা ! মল্লয় পবনে ।

তব আগমনে মাতঃ ! ভারত আনন্দে রত
 জগৎ-আনন্দ তুমি ভুবন মোহিনী,
 এস মাতঃ শ্রুতদিনে অরাতি নাশিনী ।

বিম্বল জাকুবী জলে ঘোরাইয়া কতুহলে
 অভিষেক করি আজি হরষিত মনে,
 এস মাতঃ বিশ্বরাম ! এই শ্রুতক্ষেণে ।

তব যোগ্য উপহার কিছু না পাইয়া আর
 ভক্তি ভরে শ্রীচরণে বীণা যন্ত্রধানি
 মহানন্দে ভপোধন দিলেন আপনি ।

আমি অতি অভাজন কোথা পাব পুষ্পধন
 কেমনে পূজিব তব চরণ ছু'ধানি ?
 কিন্তু মাতঃ অবিরত জগতে জননী
 নিষ্ঠূর্ণ সন্তান প্রতি, কর কৃপা স্নেহ মতি
 বসন্ত পঞ্চমী, সবে আনন্দে মগন
 আনন্দে করিবে পূজা জগন্মাতা শ্বেতভূজা
 আর্য্যসুতগণ আজি আনন্দে মগন
 মধুর অধরে সবে কর উচ্চারণ :—

“জয় ভারতীর জয় জয় ভারতেরজয়”

ভাণ্ডক ভাবেশ্বাসী, করুণক প্রাণ

ভারতী পুজায় বঙ্গে আনন্দ কেমন ।

শ্রীঅনাথ বন্ধ সৎকার

‘স্বপ্ন’ শব্দ ।

খুলনান্ন মেলা ।

— (১) —

নির্দিষ্ট বহুদিন অতীতের অঙ্কে বিলীন হইল, শুনিয়াছিলাম খুলনা নগরীতে প্রদর্শনীর মেলা বসিয়াছিল, যদিও প্রত্যক্ষ করি নাই তথাপি সম্ভবপর বিবেচনায় প্রত্যয় কবিয়াছিলাম । বর্তমান বৎসরে মাঘ মাসের ৩১শে তারিখে পূর্ণিমা শুভ কথায় প্রত্যক্ষ করতঃ পূর্ণ বাসনার সঙ্গে আমার জন্মভূমি সুজলা সুফলা শস্যরত্ন প্রসূতা খুলনা জননীর কলনারচিত রাতুল চরণে নীরবে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিয়া নিজে কে যজ্ঞ ও কৃতার্থ বোধ করিয়াছি । মেলার জন্ত মুক্ত মাঠে নির্দিষ্ট স্থানে গৃহ রচিত হইয়াছিল । জেলার অন্তর্ভুক্ত অনেক গ্রাম হইতে বহু জন মণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল । প্রথম দিবস sport এ কৃতকার্যতা ও পারদর্শীতার জন্ত অনেকে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন । খুলনার প্রায় প্রত্যেকে আমাদের তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া ছিলেন । কোথা হইতে যেন বিভাদ্রামদীপ্ত আলোক শিখা দশ দিনের জন্ত খুলনা নগরীকে হাম্মলোনে মুগ্ধরিত করিয়া তরাসে কোন সুস্থর অন্ধকারের সঙ্গে মিলাইয়া গেল । বহুদিনের জন্ম পোষিত গুপ্ত বাসনা কামনা রাশি বকে ধরিয়া প্রথম দিবসে প্রদর্শনীতে প্রবেশ পূর্বক আমারই জন্মভূমি জাত শস্য-রত্ন ও নানাবিধ মানস-মোহন নয়ন-রঞ্জন সুন্দর সুসজ্জিত দ্রব্য সম্ভার দর্শনে আনন্দে আহ্লাদে গৌরবে, আবেগে ও রুতজ্জ্বল্যে আমার শুদ্ধ বুক থানি ভরিয়া উঠিতেছিল । কত করিয়া দেখিয়াও যেন বাসনা তাহার আকুল বাসনার নিষ্পত্তি সাধন করিতে পারিতেছিল না । তাই বাসনার অনুরোধে বার বার অপ্রবন্ধ নয়নে অন্ধ হইয়া দেখিতে ছিলাম । আর সঙ্গে সঙ্গে মনের

অভাব সহজ সুরে চির স্নেহ-স্নাতা করুণাময়ী মায়েব সঙ্গীত আরম্ভ করিতেছিলাম—সেই

সুজলা সুফলা শস্য শ্রমলা

তুমি 'মা' আমার জননী

করুণ চরণে কুসুম ভূষণে

তুমি 'মা' করুণা কপিনী

তোমাব আকাশ বাতাস পোরা

চির মধুর গীতিব ছন্দে

তোমারই কুণ্ড কানন ভরা

মিষ্ট মধুব কুসুম গন্ধে

মমতা মাধান 'মা' তোর বাণী

আশার সুধায় পোরা

শীতল কোমল বক্ষে 'মা' তোর

স্নেহ পীযুষ ধারা—য়

আমাদের শরীর পরিপুষ্ট। করুণা প্রতিমা মায়েব প্রসাদাৎ আজ আমরা মাকে চিনি না। যুক্তকণ্ঠে ভক্তি গদ্ গদ্ চিহ্নে একবার পরাণ খুলিয়া 'মা' বলে ডাকি না। মনে মনে ভাবিতে ছিলাম—খন থাকে, শিল্পে পণ্যে আমাদের ভাঙার পরিপূর্ণ অঞ্চ আমরা আমাদের কঠোর কঠোর স্বালা এবং মায়ের ত্রীড়া দূর করিতে অসমর্থ। তাই বড় মলিন মর্দ্য মাথা ক্লীণ ভগ্ন ব্যাধা ব্যাঞ্জক স্বরে মাকে বলিতে ছিলাম—

আমরা তোমার প্রসাদে ধন্য

আমরা, তোমার কৃপায় ধন্য

কেনগো আমরা তুচ্ছ হীন 'মা'

স্বপ্ন্য দীন নগন্য

সুজলা সুফলা তুমি মা যাদের

বিতরিছ পরস্রাজ

তাদের কেন গো অভাব দুঃখ

তাদের কেনগো দৈন্ত—

আমরা বিলাস-পঙ্খিল সাগরে

অঙ্গ বিজ্ঞাস্ত করিয়া দীনতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। আমাদের দেশে সমস্তই হয় তথাপি আমরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া আমাদের নিজের অভাব নিবারণের চেষ্টা চেষ্টা করি না। এই রূপ মনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্য দেব ঈষ্মলোহিত-আভাষ বিশ্রামার্গ পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িলেন। ধূমর বাস সমাবৃত্তা সঙ্ক্কা সতীর আগ-মনারতির সঙ্গে সঙ্গে বাছাভিনয় কুহক কোকিলের কোমল কণ্ঠে বিনিস্ত ললিত-মধুর স্বরস সঙ্গীত ঝঙ্কারে, বংশী ধ্বনি মণ্ড কুরঙ্গের জ্বায় পলনানামী দলে দলে অভিনয়গার খলনা রঙ্গমাঞ্চর দিকে ছুটিতে লাগিলেন। নির্বাপোম্মুখ ভাস্কর তৎক্ষণে ওই সদয় বিদারক মর্ম্মভাঙ্গা দৃশ্যাবলোকনে বিষাদে করাঘাত নিশ্চয় রুধির সিক্ত ললাটে অক্ষর যবনিকান্তরালে অস্থিহিত হইলেন। খলনা প্রকৃত আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া এখন বিষাদে আছাড় পাঠিয়া পড়িতে লাগিলেন। ‘মা’ কত অত্যাচার ঝঙ্কা-ঝটিকা নিদাঘ আতপ তাপ সহ্য করতঃ বুকের শোণিত ছল করিয়া শস্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন। আজ পুত্রেরা তাহার কোলের রত্ন রাজি লইয়া, অকাতরে অবিকল চিৎ অভিনয়ের চরণে উপহার দিতে ছুটিয়াছেন। খলনা জননী কত করুণ ক্রন্দন আর্দ্রনাদ তা ভাষা করিলেন, কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। কেউ তাঁহার হৃদয়ের বাধা বুঝিলেন না, হৃৎকণ্ঠে হৃৎকণ্ঠে হইলেন না। তাঁর নীরব ক্রন্দনাশ্রু নীরবে নিরাশ মরুর সহিত মিশিয়া গেল। সকলেই সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ বায়ে যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইয়া অভিনব অভিনয়ের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। দশ দিন সমান ভাবে অর্থের প্রাপ্তি হইল। হায়! যাহাদের পরিবারবর্গ এক মুঠা অয়ের জন্য লালিয়াই, আকুল তৃষ্ণায় যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত আর্দ্রনাদে হাহাকাবে কাতর করুণ ক্রন্দনে যাহাদের গৃহ পরিপূর্ণ, একখানি বস্তুর জগ্ন ঘরের মেয়েরা গরের বাহির হইতে পারে না, দারিদ্র্য কবলে নিষ্পোষিত ভাই যাহার ভায়ের নিকটে করুণ প্রার্থনায় এক কপর্দক ও পাউতে বিমুখ, আজ তাহারা অকাতরে অর্থ বায়ে চিৎর পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় মহাশক্তিমানলিনী, জগত তারিণী পতিতোদ্ধারিণী মহামায়া কুংলিনী শক্তির্দ্ভূতা মাতৃহৃদ আজ তাহাদের মহা-শক্তিকে ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মায়ের মহাশক্তির অপব্যাপ দর্শনে তাঁর হৃদয়ের বেদনা ভার জাগিয়া উঠিল। সে বাধা অপর কেহ বুঝিল না। বুঝিল

শুধু উপরে নিস্তক অসীম আকাশ, বাতাস আর সাগরের তরঙ্গ। স্মরণের জন্ম দুই ফোটা মলিন অশ্রু রাখিয়া বলিলেন—“একদিন বুঝিবে, সময় সকলকে জানাইবে।”

যে দিন অশ্রুতাপ তপ্ত নীরব অশ্রুতে মরণে বরিতে যাইবে, মোহাক্ততা ঘুচিয়া বিবেকের কঠিন কষাঘাতে জর্জরিত হইবে, যে দিন আমার আমার বলিয়া পরাগ ভরিয়া কাঁদিবে, যে দিন পরের বাধায় ব্যথিত হইবে, সে দিন আমার বাধা কেমন হৃদয় পঙ্কর ভাঙ্গা আমার তপ্ত অশ্রু কত মর্ষ বিদারক বৃষ্টিতে পারিবে।

অনন্তর দশম দিবসের শেষ ভাগে জনতার সংখ্যা হ্রাস পাইল, অগাধ স্থান হইতে মনোনীত জিনিষ যে যাহা প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়া ছিলেন দক্ষতাশুযায়ী কৃত কর্ণে পুরস্কৃত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

যে শ্রেণী।

“দেহরাজ্য”

মানবদেহ বাস্তবিকই একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—এই রাজ্যের রাজা জীবাণু। তিনি হৃদয় নামক নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসন কার্যাদি পরিচালনা করেন। মন, জীবাণুর মন্ত্রী ও সত্য বিবেক প্রভৃতি বিজ্ঞ মহোদয়গণ সভারূপে সভালঙ্কৃত করেন। রাজা জীবাণু বিচক্ষণ হইলেও হুবিজ্ঞ মন্ত্রীর মনের উপরই সমস্ত রাজ কার্যের ভারপালন করি য়াছেন। অধিকন্তু মনের কয়েকজন সহকারী আছেন। তাহাদের সহায়তায় রাজকার্য্য নির্বাহ করেন। এইরূপে মন নিষ্কটকে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। হঠাৎ শত্রু-দল জয়ের আশায় আক্রমণ করে, তখন জীবাণু শত্রু বিদূরণার্থে মন্ত্রী মন ও তদীয় সুশিক্ষিত সৈন্য সমূহকে বিবেকের সৈন্যপত্যাধীনে প্রেরণ করে। এইরূপ যত্ন ও চেষ্টার ফলে অনেক সময়ে শত্রু পরাজিত হয়। পক্ষান্তরে পরাজয় ও ঘটে। তখন দলাধিপতি পাপ ও তাহার

দলস্থ অবিবেচনা অসত্য প্রভৃতি রাজ্য জীবজ্ঞাকে বন্দী করে। মন তখন পাপের আক্রমণ-
 বায়ী তাহার মন্ত্রী করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে সত্য, বিবেকাদি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
 হইয়া বিতাড়িত হন এবং মহারাজের পরমমিত্র ধর্ম ও সম্পূর্ণরূপে বিধস্ত হইয়া তাড়িত
 হন। প্রথম প্রথম মন্ত্রী মন বদুবর্গের ও রাজার বিরুদ্ধে একান্ত বিদ্বেষ হইয়া পড়েন, কিন্তু
 ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হন। পাপ মন্ত্রীকে প্রভু পূর্ণস্বরে বলেন—মন! তোমাকে আমার
 এই নববিজিত জয় নগরের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিলাম। এখন তুমি তোমার পূর্ব প্রভুর
 ধনাগার ও কারাগার খুলিয়া দাও। মন তখন বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসহে ও দ্বার খুলিয়া দেন
 তদ্ব্যবস্থিত অমূল্য রত্নসকলের সমুজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত জয় নগর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া
 উঠে। পাপ সেই উজ্জ্বলা সজ্জ করিতে না পারিয়া ধনাগারের প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও
 দয়া রত্ন অতল বারিধিতে লক্ষ্যে করিয়া গৃহ মার্জিত করে এবং তথায় নিজ মনো-
 বাঞ্ছিত রত্নাদি স্থাপিত করে। এই ঘটনায় পরক্ষণেই পাপ প্রসন্নবদনে মনকে বলে—এখন
 তোমার পূর্ব রাজার কারাগৃহ কোথায় দেখাও। তখন মন বাধ্য হইয়া দূর প্রাচীর-
 বেষ্টিত কারাগৃহ দেখান। এবং বিনীত বচনে বলেন—মহারাজ! এই কারাগৃহের দ্বার
 খুলিবেন না তাহা হইলে পূর্ব শত্রুগণ বহির হইয়া আপনার নববিজিত রাজ্য আক্রমণ
 করিবে। পাপ বলে—মন্ত্রী তুমি এখন আমার আজ্ঞাবান। আমার আজ্ঞা পালন কর।
 অগত্যা মন্ত্রী কাবাগৃহের দ্বার খুলিয়া দেন—তখন ভীষণ শব্দে ভয়জনক পরাক্রান্ত শব্দ বজ্র-
 গর্ত হয় এবং প্রফুল্লবদনে পাপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। পাপ তখন সম্মুখে ক্ষাত বক্ষ শত্রু
 গণকে দর্শনে আলিঙ্গন পূর্বক আহ্লাদ জড়িত বচনে বলেন—“তোমাদের এখন কোন ভয়
 নাই এখন এরাজ্য আমার অধিকৃত”। এইরূপে পাপ মহিবী কুচিন্দ্রা রাক্ষসীরও আবির্ভাব
 হয় এবং পাপ সদন বলে পূর্ববেগে রাজা চালাইতে থাকেন। এই অবস্থার মানবের পূর্ণ
 অধঃপতন হয়। জীবনে প্রত্যেকেই এরূপ একাধিকবার ঘটয়া পাকে। অতএব স্বয়ং
 স্বীয় মনের সহিত নিশাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ জ্ঞান ও চেষ্টা
 থাকিলে প্রত্যেকেই এই জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ—

দ্বিতীয় শ্রেণী।

প্রতিজ্ঞা ও সদ্ধতি ।

- ১। কথায় যা বলিনাম দেখাইব কাজে, এই সত্য, অমৃত সব বাজে ।
- ২। যত দিন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারিব তত দিন যদি দিবসে নিদ্রা ঘাই, কোন ও বদ খেলা খেল, অলস ভাবে বসিয়া থাকি তবে যেন আমার সদগতি না হয় ।
- ৩। একান্ত মনোযোগী, দৃঢ় অদাবসায়ী এবং একা গ্রচিন্তিত হইয়া পাঠ্য বিষয় অশুলীলন করা উচিত ।
- ৪। যেখানে চেষ্ঠা সেইখানে সফলতা । বিনয় সকল সময় সকলের নিকট প্রিয় ।
- ৫। জদয় হইতে ক্রোধ, দর্প ও অভিমান উৎপাটিত কর, কেবল পরোপকার ও ধর্ম সঞ্চয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর । এ সংসার কদিনের জন্য ? পবিত্রতা, প্রেম ও উল্লাস পোষণ যথার্থ উপাসনা—
- ৬। যদি পৃথিবীতে পরাস্ত করিতে চাও, তবে ক্ষমার বর্ম পরিধান কর ।
- ৭। যিনি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করেন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করেন ।
- ৮। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে সংযত কর ।
- ৯। শরীর বাক্য ও চিন্তাকে শাসন কর ।
- ১০। দৃষ্টিকে যে শাসন না করে সে নিশ্চয়ই কুপথগামী হয় ।
- ১১। বৃথা দুঃখ করিও না সন্তুষ্ট থাক, ধৈর্য ধারণ কর, সংসারে একরূপ জীবন যাপন কর যে মরিলে লোকে মৃত্যু না বলে ।
- ১২। রজ্জু ছিন্ন হইলে ঘট যেমন তমসাচ্ছন্ন কুপমধ্যে নিমগ্ন হয় । তত্ত্বি শূন্য হইলে আত্মাও তেমনি মহা মোহময় সংসার মধ্যে নিমগ্ন হয় ।
- ১৩। পার্থিব সুখ তুচ্ছ । যাহারে উহাকে মূল্যবান মনে করে তাহার আবণ্ড তুচ্ছ ।
- ১৪। যিনি হর্ষ ও শোক-ভার হইতে বিমুক্ত তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ।
- ১৫। বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি আসক্তিই উন্নতির মূল, কামনার দ্বারা স্বর্গ দ্বার উন্মোচিত হয় ।

- ১৬। পরমেশ্বরের কার্য কর, ফল আশা করিও না তিনি সময়ে ফলের বিধান করিবেন।
 ১৭। জনয়ের দুর্বলতাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদূরিত কর তাতা না হটলে কতুবা তোমার জন্যে
 হটতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইবে।
 ১৮। যখন তুমি ক্রোধাদি নিপুণ নশীড়ত হও তখন কথা বলিও না। কেন না তখন
 যাহা বলিবে তাতা সধিবেচনা সম্মত হওয়া অসম্ভব।

(To be continued)

শ্রীমদেবজ্ঞানানন্দসংকলিত—

দ্বিতীয় ভাগ।

গান।

---○:~:○---

সবার মাঝে শ্রুনি' তোমার

আনন্দ গান, বাজে,

আজি, বাদল সন্ধ্যা বেলায়

আমার যত কাছে।

সকল আকাশ বাধায় ভরা,

নয়ন জলে ভাসায় ধরা,

তারই মাঝে পাগল করা

অজানা সুর রাজে।

আজি বাদল সন্ধ্যা বেলায়

শ্রুনি' আপন কাছে।

প্রভু, তোমার সে সুর খানি

সদা সকল রূপে,

ঘুরে' বেড়ায় সবার পাশে
 নীরব চুপে চুপে ।
মোহিনী সেই গানের বাণী,
সবার মাঝে হারায়, কানি,
শুধু আমার পরাণ খসি
 হারায় তারি' মাঝে ।
আজি বাদল সন্ধ্যা বেলায়
 আমার যত কাজে ।

ত্রিনিরঞ্জন চাটাজি
চতুর্থ শ্রেণী ।

Queries.

—:():—

(1)

Double N, double O, L and D
Compose the word and say to me.

(2)

What word contains all the Vowels,
and in their proper order ?

Assiruddin Ahammad.

2nd class.

গৃহলক্ষ্মী ।

—:():—

হরিচরণ বাবু কলিকাতায় কোন কলেজে বি, এ পড়তেন, তাঁহার বাড়ীর অবস্থা বড় স্বচ্ছল ছিল না, বাল্যকাল হইতেই তিনি বহুকন্ঠের মধ্যে লালিত পালিত হন, তাঁহার পিতা রামতারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি বহুকন্ঠে হরিচরণ বাবুকে বি, এ পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার ধারণা ছিল মহৎ, তিনি আশা করেছিলেন হরিচরণ বড় হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার দুঃখ ঘুচাইবে এবং দেশের ও দেশের নিকট শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হরিচরণ বাবু যে বৎসর বি, এ পরীক্ষায় শ্রবণেশ্বর সহিত উদ্ভীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই রামতারণ বাবু ইহজগতের সকল রকম সুখ-শান্তির আশা মিটাইয়া এবং পত্নী-পুত্রের মায়াভোর ছিন্ন করিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল হরিচরণ বাবু কৃতিত্বের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উদ্ভীর্ণ হইয়াছেন, বি, এ পাশ করিয়া হরিচরণ বাবুর লেখাপড়ার আশা মিটিল না, তিনি এম, এ পড়িবার নিমিত্ত অনেক ধনবান ব্যক্তির নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

কিন্তু এ দেশ যে আমাদের স্বার্থের সুতরাং দরিদ্র হরিচরণকে নিঃস্বার্থে কেহই সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না, তখন অচ্ছা সংস্বেও বাধ্য হইয়া হরিচরণ বাবু এম, এ পড়িবার আশা ত্যাগ করিলেন। এদিকে তাঁহার বন্ধাজননী স্বামী শোক দিহল হইয়া দিন দিন তাঁহারই অমুগমনের চেষ্টা করিতেছিলেন, ক্রমে নিঃসহায় দেখিয়া ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি স্পর্শই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ইহ জগতের মিয়াদ পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই। এখন তিনি মনে করিলেন “ভীষনের কোন আশাই তো পূর্ণ হইল না, তবে মৃত্যুকালে এখন যদি পুত্রবধুর মুখ দেখিয়া বাইতে পারি তবে কতকটা শান্তিতে মরিতে পারিব।” এই মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহের উচ্চ

বাস্তব হইয়া পড়িলেন এবং অনেক চেষ্টার পর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ স্থির করিলেন, কিছুদিন পরে শুভক্ৰমে এবং শুভলগ্নে ঢাক ঢোল বাজাইয়া পুত্র হরিচরণ নব বধু লইয়া যখন বাড়ী আসিল, তখন তাঁহার বৃদ্ধা জননীর অন্তরে এই আনন্দের মধ্যে বিবাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে ব্যথিত তাদুনায়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং পতিশোক পাগলিনীর স্থায় হইয়া কিছুদিন পরে সেই পতির উদ্দেশ্যেই বাত্মা করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাতৃপিড়িত্রীন নিঃসহায় হরিচরণ বাবুর পক্ষে সংসার চালান বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্মীয় পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া চাকুরীর জন্ত কলিকাতায় আসিয়া বহুচেষ্টার পর ভাগ্যগুণে এক সরকারী অফিসে পঁচাশি টাকা বেতনে একটা চাকুরী পাইলেন। এতদিন পর ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় তাঁহার উপর স্নেহসন্ময়া হইলেন। কিন্তু চুপের বিষয় এই যে তাঁহার পিতামাতা এ স্নেহ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, মাস তিনেক চাকুরী করিবার পর হরিচরণ বাবু কলিকাতায় একটা ছোট খাট রকমের বাড়ী ভাড়া করিয়া পত্নীকে লইয়া আসিলেন, এখন ভগবানের রূপায় বেশ স্নেহে স্বচ্ছন্দেই তাঁহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল, ভাগ্যদেবী যখন স্নেহসন্ময়া হন তখন চারিদিক হইতেই উন্নতি হয়, ক্রমে হরিচরণ বাবুর বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল হরিচরণ বাবুর চাকুরী হইয়াছে, ইহারই মধ্যে অফিসে তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি ছুড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার গুণে ও কাব্য কলাপে অফিসের বড় বাবু তাঁহার উপর খুব সম্বন্ধ, ক্রমে তাঁহার বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান এবং প্রতিপত্তি ও বাড়িতে লাগিল, এখন তাঁহার মাসিক বেতন আড়াইশত টাকা। আয়ের তুলনায় তাঁহার ব্যয় অতি সামান্য, স্ত্রীভাঃ মাসে মাসে তাঁহার বেশ কিছু জমিতে লাগিল। মান সম্মান এবং অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান এই নব দম্পতিকে একটা পুত্ররত্নে ও পুরুষ করিয়াছিলেন, বহু যত্নে তাঁহার পুত্রকে লালন পালন করিতে লাগিলেন, পুত্রের নাম রাখিলেন সত্যেন, ক্রমে মাতাপিতার একমাত্র স্নেহের সত্যেন যখন পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল তখন মহাধুম ধামের সহিত গভীর আশার বোঝা বকে নিয়ে তাঁহার তাহার হাতে খড়ি দিয়া তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে

আরম্ভ করিলেন এবং সঞ্চিত টাকা দিয়া সত্যেনের নামে কলিকাতায় বড় একটা দোকান করিয়া, কৰ্মচারী দ্বারা দোকান চালাইতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের আদরের সন্তান দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেধাশক্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্লাসে সে সব চেয়ে ভাল ছেলে, সে যেমন বিনয়ী, নম্র এবং বুদ্ধিমান সেইরূপ একাগ্রচেতা, সত্য নিষ্ঠ এবং মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিল। তাহার এই সমস্ত গুণে শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সে প্রতি বৎসর প্রথম হইয়া ক্লাসে উঠিতে লাগিল এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পনের টাকা বৃত্তিলাভ করিল। তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ, তাহার পিতামাতার তো আনন্দের সীমা নাই। এখন হরিচরণ বাব ছেলেকে আই, এ পড়াইবার জন্য কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। সন্তান ও বেশ মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিল।

এদিকে তাজ প্রায় আঠার বৎসর হইল সত্যেনের পিতা হরিচরণ বাবু সেই অফিসেই চাকুরী করিতেছেন, এখন তাঁহার মাসিক বেতন তিন শত টাকা। সরকারী অফিসের কাজ, স্ত্রতরাং পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই অবসর। কিন্তু তাহার চাকুরীর মিয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই জীবনের মিয়াদ পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কারণ দরিদ্র হইলেও, যে হরিচরণ বাবু বাল্যকাল হইতে রোগ পীড়া কাহাকে বলে জানিতেন না, তিনি আজ ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত। আজ আট দিন হইল হরিচরণ বাবু দুঃস্থ বসন্ত রোগে ভুগিতেছেন, ডাক্তারেরা বহুচেষ্টাতেও বড় কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। হরিচরণ বাবুর পত্নী আহাঃ নিঃশ্র। একরূপ ত্যাগ করিয়া নিয়ত স্বামীর সেবার নিরতা। তাঁহার দিবা রাত্রি বা আহাঃ নিঃশ্রার দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল কিসে স্বামী তাঁহার সুস্থতা লাভ করেন, কিসে স্বামীকে সুখী করিতে পারেন, কি করিলে স্বামীর স্বস্তি লাভ হয় দিবা রাত্রি কেবল তাঁহার সেই চিন্তা। শেষে তাঁহার কাতর প্রার্থনায় করুণ জয় ভগবানের বৃষ্টি করুণার উদ্ভেক হইল। স্বামী তাঁহার দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। শেষে যখন তাঁহার ঐকান্তিক সেবা ও শুশ্রূষার গুণে তাঁহার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার পরে এমদিন মায়ের অন্তঃপ্রাণ হইল, ক্রমে তিনি সেই ভীষণ ব্যাধির ত্যাগিনী শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে

যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, পাঁচদিন বোগ ভোগের পর মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল এবং কোন স্তূচিকিৎসক মৃত্যুর কবল হইতে তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

সকলেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, “এতদিন মা লক্ষ্মী পত্নীরূপে আপনার গৃহে ছিলেন, এখন তাঁহার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়ায় তিনি স্ব স্বানে প্রস্থান ক’বেছেন ; তাঁহারই ভাগ্য গুণে বিবাহের পর হ’তে আপনি দুঃখ কাকে বলে জ’নতে পারেন নি। যে দিন তিনি শুভক্ৰমে আপনার গৃহে পদার্পণ ক’রেছেন, সেই দিন হ’তে অভাব অভিযোগ সব যেন মহাভয়ে আপনার গৃহ হ’তে পলায়ন ক’রেছে সেই লক্ষ্মী স্ত্রীরূপিনী পত্নী যখন আপনাকে ছেড়ে চ’লে গে’ছেন তখন আপনার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না।”

আত্মীয়বর্গের কথাই হরিচরণ বাবুর খাঁটিয়া গেল, পত্নীব আকস্মিক মৃত্যুতেই হউক অথবা ভীষণ রোগে ভুগিয়াই হউক কিম্বা পূর্বের ত্রায় সাবধান অভাবেই হউক তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। শেষে একদিন রাত্রে তাঁহার অনবরত ভেদ বমি আরম্ভ হইল। তিনি স্পৃষ্টই বসিতে পারিলেন যে, স্ত্রীবিধা বুঝিয়া এতদিন পর ভীষণ কলেরা রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এবার তিনি জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। কাজেও হইল তাই : তিন দিন হইতে না হইতেই যম আসিয়া তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া লইল। এইরূপে পত্নীব মৃত্যুর মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই হরিচরণ বাবু তাঁহাবই সন্ধান চলিয়া গেলেন।

আম্বন পার্শ্ব পাঠিকাগণ, এখন দেখা যাক মাতৃপিণ্ডহীন নানালক সন্তানেব অবস্থা কি হইল।

পিতামাতার একমাত্র স্নেহের সতেন ত হার জনক জননীর এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে বড়ই শোকার্ত এবং নিরুপায় হইয়া পড়িল। সে, সবে মাত্র এইবার আই, এ পাশ করিয়া বি, এ ক্লাসে ভর্তি হইত, কিন্তু পিতামাতার একগু হঠাৎ মৃত্যুতে সে তাহার কতব্য ঠিক করিতে পারিল না। নির্দিষ্ট সময়ে সে তাহার পিতামাতার শেষ কার্য করিয়া বি, এ পড়িবার জন্ত দোকানের কর্মচারীদের নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইল, কিন্তু চূর্তাগের বিষয় এই যে, কর্মচারীরা স্ত্রীবিধা বুঝিয়া দোকানের মালপত্র একরূপ বিলাইয়া দিয়া অর্থাৎ যৎসামান্য মূল্য লইয়া এবং দোকানের তহবিল সৃষ্টিয়া নিজ নিজ

স্বার্থ বজায় রাখিয়া সন্তোনকে পথের ভিখারী করিয়া তৎপূর্বক দিবসই নিজ নিজ অভিপ্রেত স্থানে গমন করিয়াছে। সন্তোন এই ঘটনা অবশ্য মনে করিল সমস্ত জগৎটা যেন তাহার পায়ের নীচে দিয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে।

দারুণ ক্রোধেও কোভে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এ স্বার্থপর ভগতে থাকিতে তাহার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা রহিল না, সে বুঝিল এ জগৎ ভীষণ স্বার্থপর, এখানে মঙ্গলের আশা কম। তখন তাহার স্নেহময়ী মাতার কথা মনে হইল, আর মনে হইল সেই পুণাশীল পিতার কথা, বাঁহারা নিতান্ত নিঃস্বার্থভারে তাঁহাদের সন্তান রক্ষণ মুখ শান্তির আশা ভাগ করিয়া স্নেহধারা র্বণে বহু যত্নে তাহাকে লালন পালন করেছিলেন। সেই জগতের শ্রেষ্ঠগুরু পিতামাতার কথা তখন তাহার মনে পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল যে রাজ্যে তাহার পুণাশীল পিতামাতা গিয়া বাস করিতেছেন, সেই অনন্তের রাজ্যে যায়; কিন্তু সে তো তাহার আয়ত্তে নহে, তাহা যে সেই পরম পিতা পরমেশ্বর সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা, তাই তা'র আশা পূর্ণ হইল না।

সন্তোন এখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিল, এখন তাহার না আছে সত্য, না আছে ঐশ্বর্য। তাহার সেই পুণাশীল জগজ্জননী রূপিনী জননীর সঙ্গে সঙ্গেই সব গিয়াছে। এখন সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এ সমস্ত ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল।

যৈর্য্য তাহাকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিল না, মন তাহার কিছুতেই স্থির হইল না, তাই সে বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাগল সাজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হারের অদৃষ্ট ॥ হায়রে নিয়তি! এতদিন যে সন্তোন সুকোমল মাতৃঅঙ্কোপরি লালিত পালিত হইয়া আসিতেছিল, যে সন্তোনের পিতা দিবা রাত্র পরিগ্রাম করিয়া তাহারই অন্ত অগাধ অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, যে সন্তোনের জনক জননী তাহাকে জগতে আদর্শ মানব করিয়া গড়িতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই পিতামাতার একমাত্র স্নেহের, একমাত্র আশা ভরসার স্থল আদরের সন্তোন আজ অভাবরূপে রক্ষসীর ভাড়ায়া পাগল সাজিয়া ভিখারীর বেশে পথে পথে ঘুরিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে ? হে অদৃষ্ট! তোমার শত ধন্যবাদ।

তোমাবই ইচ্ছায় বাজা ককির হয়,
 আবাব ককির হয় রাজা,
 তুমিই সব কর সুখ, দুঃখ কর,
 তুমিই সর্বভেজা ।
 তুমি হে নিয়তি সর্ব অধিপতি
 সকলের তুমি প্রভু,
 তোমার লিখন করিতে খণ্ডন
 কেহই নারে গো কড়ু ॥

সত্যেনের অদৃষ্টলিপি বৃষ্টি এইরূপেই লিখিত হইয়াছিল, তাই তাহার আজ এই দশা, তাই চির সুখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজ সে পাগল, আজ সে অস্বাভাবে ভিখারীর বেশে পথে দাঁড়াইয়াছে। আর কলিকাতার সেই সদা হাস্যোৎফুল্ল বাড়ীখানি আজ অন্ধকার, সেখানে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর মালেক সেই হরিচরণ বাবুও নাই। তাঁহার সেই স্নেহের সত্যেনও নাই, আর তাহার লক্ষ্মী স্বরূপিনী, সর্বসুখ সম্পাদদায়িনী প্রিয়তমা পত্নীও নাই। তাহার সেই গৃহলক্ষ্মী, সেই সর্বসুখ সম্পাদদায়িনী পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে যেমন সব পাউয়াছিলেন, তেমনি সেই গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সবট গিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র.

দ্বিতীয় শ্রেণী ।



পরেশনাথ ভ্রমণ ।

—:[*]:—

পরেশনাথের মন্দির দেখিব বলিয়া একদিন হঠাৎ আশা করিয়া আসিতেছিলাম । একদিন বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম যে আমাদের পবেশনাথ দর্শনে যাওয়াব আলোচনা হইতেছে । সেই দিন ১২টার গাড়ীতে তৈজসপত্র বাঁধিয়া আমরা পবেশনাথ দর্শনে যাওয়াব জন্ত যাত্রা করিলাম । শইনঃ শইনঃ গমন করিয়া রাণি ৭টার সময় কলিকাতা নগরীর শিয়ালদহ স্টেশনে গাড়ী আসিল । তখন, আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থ পাশ্বেশালায় একদিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে কাণ্ডা স্টেশনে উপস্থিত হইয়া ধানবাদের টিকিট ক্রয় করিয়া সঙ্গে মেনে বাসা পাড়িলাম । গাড়ী যখন আশানসোলে পৌঁছিল তখন তথা হইতে কিছু খাবার ক্রয় করিয়া উত্তর দিক দিয়া চলিলাম । যখন ভোবেব তালো গাড়ীতে প্রবেশ করিল, ৩০. আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । যখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাকাশে আনির্ভূত হইল, আমরা ধানবাদে উপনীত হইলাম । প্রাঙ্গণ হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কাহ্নবাস যাইবার জন্ত মোটরে চাপিয়া বসিলাম । ধানবাদ হইতে কাহ্নবাস প্রায় ১০ মাইল দূরে । অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পথে শিঞ্জিয়া, পাঁচ গাড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া কাহ্নবাস গাভের চুড়া দেখিলাম । এখানকার কোন কোন অংশ প্রায় এক তালান ঘায়া উচ্চ এবং কোন কোন অংশ অনেক নিম্ন । সেখানকার দৃশ্য অতি মনোহর । আমি প্রত্যহ নৈকালে কিছু আহার দি করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম । সে যে একটা কি আনন্দ ! তাহা তবুও তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য । বহুদিন পূর্বে আমরাও শিক্ষক মহাশয়গণের নিকটে পাহাড় সম্বন্ধে সে গল্প শুনিলাম । তাহা এমন বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে দেখিয়া মনে যে কি একটা আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম তাহা বাক্যে কবিত্তে পারি না । শুধুই যে আনন্দ পাইতেছিলাম তাহাই নহে, অনেক নুতন জিনিষও শিখিয়াছিলাম । সেখানে কত

বিচিত্র রংএর পাথর আছে। আমি তাহা কত কুড়াইতাম। মনে করিয়াছিলাম দেশে বাইয়া আমার সহপাঠী ও শিক্ষকগণকে দেখাইব। কিন্তু আমার ভূর্তাগ্য বশতঃ তাহা আনিতে ভুলিয়া গেলাম। আরও কত বৈচিত্রময় দৃশ্য দেখিগাছি তন্মধ্যে পরেশনাথ নামক পাহাড়ে জৈনদিগের যে সকল ধর্ম মন্দির আছে তাহাই অতি সুন্দর।

তিনখানি মোটরে পরেশনাথ পাহাড় দেখিব বলিয়া আমরা রওনা হইলাম। বধন গাড়ীগুলি পাহাড়ের ১০।১২ মাইল নিকটে আসিল তখন পাহাড় নিকটে ভাবিয়া আমরা মোটর চালককে বলিলাম, “এখন আমরা হাটিয়া যাই।” মোটর চালকেরা বলিল পাহাড় এখনও ১০ মাইল দূরে। সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী পাহাড়ের নিম্নে পৌছিল। সেখান হইতে কিছুদূর মোটরে করিয়া পাহাড়ে উঠবার পর পদব্রজে পাহাড়স্থিত মন্দিরের দিকে রওনা হইলাম। সে স্থানটি যে কত মনোহর তাহা ভাবনে ভুলিব না। এখানকার সকল জিনিষেই যেন কি একটা সম্ভাবনীয় শক্তি দৃষ্ট হইতেছিল। ক্রমে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম, একটি অতি সুন্দর সুসজ্জিত প্রস্তরের শূকর মূর্তি রহিয়াছে। পাহাড়ের মন্দিরগুলির দৃশ্য প্রায়ই একরূপ ও আমাদের সময় সংক্ষেপ ছিল বলিয়া তুই চারিটা মন্দির দেখিয়াই গৃহান্তিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। মন্দিরের প্রত্যেক চূড়া স্বর্ণনির্মিত। ক্রমে সন্ধ্যার পরে আমরা বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। আমার কিন্তু মোটেই আসিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমি বাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম তাহার সকলেই বলিয়া আসিল। কাজেই আমাকেও চলিয়া আসিতে হইল। পাহাড়গাত্রে কোথাও শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পিপাসার্ত যাত্রিদিগের জন্য ছোট ছোট গৃহ ও একটি করিয়া কুপ খনিজ আছে। ইহা ব্যতীত কত সুন্দর সুন্দর বরনা, কত বিচিত্র রংএর পাথরের উপর দিয়া আস্তে আস্তে কল কল করিয়া বিশ্ববিধাতার গুণ গান করিতে করিতে চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেক বিবিধ রকম রংএর বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছিল। এখানে আসিয়া একটি সুন্দর বৃক্ষ দেখিলাম। তাহার নাম “চন্দনবৃক্ষ” কাতরাসে আরও কিছু দিন আসিয়া পরিশেষে খুলনায় চলিয়া আসিলাম। আরও অনেক জিনিষ দেখিবার শিখিবার ছিল, কিন্তু অল্প সময়ে মনোমত কিছু দেখিতে পাই নাই। যদি আবার জগদীশ্বরের কৃপায় কখনও ওখায় যাইতে পারি তবে যে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিয়াছি

৩তীয় শ্রেণী ।

ਸ੍ਵਸ਼ੀ ।

জদয়-আকাশে, মৃদু মৃদু হাসে,
 ছুইটা বিজলি হাসি।
 জাঁথারে লুকায়ে, রেখেছি উভয়ে,
 নিরঞ্জে হালবাসি ;
 স্বপনে ছুজনে, ঢালে মোর প্রাণে,
 মধুর অমৃত ধ'না।
 মোচা-স্মৃতি তার; ভাবি কত যারে,
 সব নাতি বায়ু ধরা ॥
 স্বপনেতে এসে, ব'সে ছুই পাশে,
 ছুজনে মধুর হাসি'।
 সোভাগের ভরে, ধরে ছুই করে,
 জদয়ের তমোনাশি' ॥ ॥
 অমর করিতে, পিপাসা নাশিতে,
 অধর ভরিয়া সুখ।
 পানি করি তার, যেন মনে হয়,
 দূর হয় সব ক্লুখা ॥
 অনচল ধ'রে, চঞ্চল ক'রে,
 মুছাঘ নয়ন বারি।
 অবাক হউয়া, রহি গো চাঙ্কিয়া,

নয়ন কিরাতে নারি ॥
 তার পরে মোরে, বাঁধে ছুই করে,
 ছুঁজনার বাত পাশে ।
 আর ছুই করে, গলা ধরি, ধীরে,
 কহে মুহু মুহু হেসে ॥
 “আমরা ছুঁজনে, নিছি তোমা’ কিনে,
 হৃদয়ের বিনিময়ে ।
 বল তুমি আর, হবে না কাহার,
 রহিবে মোদের হ’য়ে ॥”
 হৃদয় কাঁপিল, স্বপন ভাঙ্গিল,
 সঘনে উঠিলু ক’রে ।
 “জেন, এট সার, হ’ব না কাহার,
 (শুধু) রব তোমাদের হ’য়ে ॥”
 শ্রীবামনচন্দ্র বসু,
 প্রথম শ্রেণী ।

বিছা ।

বিছার সমান খন নাহি পৃথিবীতে ।
 হে করে বিছার চর্চা পারে সে বুঝিতে ॥
 যেই লোক বিছাকেই বড় বলে মানে ।
 সকল মনুষ্য তাকে শ্রেষ্ঠ বলে গণে ॥

বিচারে করিলে মায়া সেই বড় হবে।
 প্রমাণ ইহার মোরা হেরি সদা তবে ॥
 নন দিয়া করে যেই বিজ্ঞা উপাভূজন।
 নকল অভীষ্ট তার হইবে পূরণ ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু,
 মে শ্রেণী।

করুণাময়ী ভবতারিণী।



(ঐতিহাসিক মণ্ডাপলয়নে লিখিত)

হোসেন সা যখন বাংলার রাজত্বের এসিয়া বাজকার্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন, তখন এখনকার ধ্বংসাবশিষ্ট গৌড়ই বাংলার রাজধানী ছিল, তখন এই গৌড়ের অনতিদূরবর্তী মাধবীপুবেব জমিদার জয়নাথ ভট্টাচার্য্য একজন বর্দ্ধিষ্ণু যশস্বী গৃহস্থ ছিলেন। এই গ্রামখানি ক্ষুদ্র হউলেও শতাধিক হিন্দু নর-নারী এখানে বাস করিত। বৈদ্যপ্রত্যহ গ্রামের অদূরে কয়েক ঘর মুসলমান ও বাস করিত। গ্রামের অধিবাসীরা অনেকেরই সজ্জতি-সম্পন্ন। গ্রামে একটা মাত্র দেব মন্দির ছিল, পাষণময়ী শক্তি মূর্তি এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই শক্তি মূর্তির নাম “রণরঙ্গিনী চণ্ডীদেবী।” চণ্ডীদেবীর উদ্দেশ্য প্রায় প্রত্যহ ১০১৫টা ঘেষ বা ভাগ শিশু বলি দেওয়া হইত। তদানীন্তন এমন কি আধুনিক লোকেরও বিশ্বাস যে পশুশোণিত না হইলে, চণ্ডীদেবী প্রসন্ন হন না! তদানুসারে প্রত্যহই মন্দির দ্বারে শোণিত স্রোত বহিত।

বক্তকাল যাবৎ এই পৈশাচিক কার্যের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে এবং পাষণ্ডময়ী করাল বদনাও পাষণ্ড হৃদয়ে এই পৈশাচিক অভ্যাসের নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। মন্দিরের পুরোহিত আচার্য্য গণপতি ঠাকুরই এই জীবহিংসার প্রধান প্রেতর দাতা। তখনকার সময় গণপতি ঠাকুরকে গ্রামের লোকে ব্যাস বশিষ্ঠের মত সম্মান করিত। জমিদার জয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পুত্র ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য এই বলিদানে একমাত্র বিবোধী ছিলেন। কিন্তু থাকিলে কি হয়? যদিও তিনি জমিদার, তথাপি তাঁহার কিছুটা করিবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ আচার্য্যদেব গ্রামেব কুল দেবতা ও কুল পুরোহিত ছিলেন।

তখন কার্ত্তিক মাস, ঘোরা ভমিস্রাবৃত অমাবস্তার মাত্র আর কয়েক দিবস বাকি আছে। এই অমানিশার কক্ষা রজনীতে বণ চণ্ডীদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতে উঠবে। এই সঙ্কল্পে সমস্ত মাধবীপুর আজ আমন্দে উন্নত। মাধবীপুরের ঘরে ঘরে আজ আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছে, কিন্তু কেবল একজনের গৃহে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক আনন্দেব স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে নাই। তিনি আমাদেব জয়নাথ ভট্টাচার্য্য। জয়নাথ ও ওদীয় পুত্র ভূতনাথ এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানেব বিরোধী ছিলেন এবং বাহাতে ইহার অনুষ্ঠান না হয়, তাহারও সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ভূতনাথ তদীয় পিতৃবোর অনুমতি লইয়া এই পাশব ব্রত নিবারণের জন্ত বাদশার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের ব্রতান্ত ও বাদশার সমক্ষে বর্ণনা করিলেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প প্রার্থনা বাদশার সাম্রাজ্য-গবিত হৃদয় স্পর্শ করিল না। বাদশা সাহায্য দানে অস্বীকৃত হইলেন এবং ভূতনাথ প্রত্যাখ্যাত হইয়া বাটী ফিরিলেন। এই নৃশংস বাপাবে বুদ্ধ জয়নাথ ভট্টাচার্য্যের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ইহার প্রতিকারে নিরাশ হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করাষ্ট প্রেতঃ করিলেন। অশ্রু প্লাবিত লোচনের পুত্র ভূতনাথকে কহিলেন—“বাবা ভূতনাথ, চল আমরা এই মায়া মমতাহীন হিংসার রাজহ ত্যাগ করিয়া অন্ত্র গিয়া বাস করি।” জয়নাথ তাঁহারি অন্ত্র পরিবারের সহিত দেশ ত্যাগী হইলেন। যাত্রা করিবার সময় জয়নাথ এই বলিয়া চণ্ডীদেবীকে প্রণাম করিলেন—“মাগো তোমার “দয়াময়ী” “জগজ্জননী” নাম বজায় রাখিতে দেশত্যাগী হইলাম। ইতিমধ্যে সেই পৈশাচিক অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু জয়নাথের

দেশ ত্যাগের কতিপয় দিবস পরে মাধবীপুরে মহামারী উপস্থিত হইল; বসন্তরোগে গ্রাম-
 খানা ধ্বংস হইয়া গেল। প্রত্যেক গৃহে দুই চারিটি শব পঁচিতে লাগিল; মৃত দেহেব
 সংকারের লোক জুটিল না। মানুষের পরিবর্তে প্রাণহানি, এক্ষণে ভিক্ষা জপ্তর প্রায়
 নিকেতন স্বরূপ হইয়া উঠিল। এখন আর সে মাধবীপুর নাই, মাধবীপুরের শ্রী, শান্তি
 জয়নাথের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্থানে একদিন শত শত নরনারীর
 কলরবে মুখরিত ছিল, আজ তথা হইতে মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের হাহাকার বহু
 গগন মার্গে উত্থিত হইতেছে এবং শব ও নর কঙ্কালের আবাস ভূমিতে পরিণতিত। গণপতি
 আচার্য্যের পাশ্চিমবর্গ বসন্তের প্রভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। কি জানি, কেন
 জানি না আচার্য্যদেবই কেবল বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ বসন্তে পঁচিতেছিল
 কেবলমাত্র চক্ষুঃস্বয় ও নাসিকাটী কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছিল। এদিক চণ্ডীদেবীর ও
 আর পূজা হয় না। পক্ষান্তরে জয়নাথ একটা অল্পত স্বপ্ন দেখিলেন—“চণ্ডীদেবী বলিতে-
 চেন, জয়নাথ গণপতি আমাকে যে জগজ্জননী সাজ কাড়িয়া লইয়া নরনাথিনী রূপে
 পূজা করিয়াছে, এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছে। এখন আমি তোমার
 ওখানে যাইয়া তোমার সেবা পূজা লইতে রাজি ॥” জয়নাথ দেবীকে লইয়া আসিলেন।
 এবং স্থাপনা দি করিয়া রণধনিনী চণ্ডীদেবীর নামের পরিবর্তে “করুণাময়ী ভবতারিণী”
 নাম রাখিলেন।

শ্রীশশিরকুমার ঘোষ,

দ্বিতীয় শ্রেণী।



ঠিক বেঠিক ।

স্থলীল গগন	চন্দ্র কিরণ	ভাতিছে
সোহাগের ভরে	মুগ্ধা কোমলী	হাসিছে ॥
নবীন নীরদ	নবীন রঞ্জে	উদিছে ।
প্রেমোন্মত্তে ময়ূরী	হইয়। অন্ধ	নাচিছে ॥
সমুদ্রে অভল	শান্ত নীতল	শোভিছে ।
কুল কুল ধ্বনি	কুক তটিনী	ছুটিছে ॥
অনাখা রমণী	সম্মানে টানি'	ল'তেছে ।
হৃদয়ের খনে	চুখি' বদনে	কাঁদিছে ॥
প্রেমাক্ষ পতঙ্গ	জলস্থানলে	পড়িছে ।
কুতল অনল	দন্ধি' তাহায়	নাশিছে ॥
সব আছে ঠিক	মাত্র বেঠিক	হ'য়েছে ।
দীনের হৃদয়	মুগ্ধ মায়ায়	ম'জেছে ॥
হৃদয়ের দীপ	জলে না আর	নিবেছে ।
ভবিষ্য জীবন	ধ্বাস্ত ভীষণ	ধিরেছে ॥

শ্রীবামনচন্দ্র বসু,

প্রথম শ্রেণী ।



SCHOOL NOTES.

—)o(—

(ক) কৃষি-ক্লাস—Agricultural Class.

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধানামুসারে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগকে আগামিতে যে সকল কার্যাকরী বিষয়ের বাধ্যতা মূলক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, আমাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ তদ্ব্যখ্যে হইতে কৃষিকার্য্যকেই উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। তদমুসারে, ৫ম শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকেই সপ্তাহেই একদিন করিয়া উক্ত ক্লাসেব জন্ত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে কৃষিকার্য্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষা করিতে হইতেছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্ভানের অভাবে বালকদিগকে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী মনোনীত স্থানে কৃষিকার্য্যের শিক্ষানবিসি অভিযাস করিতে হয়। ছাত্রেরা কোদাল স্বক্কে দলবদ্ধ হইয়া মুক্ত বাতাসে রাস্তা দিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকৃতির উন্মুক্ত শোভা উপভোগ করিতে করিতে তাহাদের গন্তব্য স্থানে গমন করতঃ পর্য্যায়ক্রমে কোদালী দ্বারা ভূমি খনন, রোপিত গাছ পালায় জল সেচন, আগাছা উত্তোলন ইত্যাদি সম্পাদনাস্তর পুনরায় স্বভাব মূলভ উল্লাসের সহিত যথাস্থানে ফিরিয়া আসে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সিমুহের সুযোগ্য ইন্স্পেক্টর মিষ্টার ব্যারো সাহেব তদীয় পরিদর্শনকালে এই কৃষিক্লাস খোলা সম্বন্ধে বিশেষ সম্বোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) Boy scout St. Ambulance Classes.

পুলওয়ার ডিস্ট্রিক্ট District Magistrate Mr. Bradly Birt এর উঃ সাহে ও আন্তরিক চেষ্ঠায় বি, কে, স্কুল Boy scouts ও St. Ambulance class-এর খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত Scout Master দাব সন্তোষেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিকতা ও ব্যক্তিগত গুণে অল্পদিনেই উপস্থিত Scout-এ আশানুরূপ কার্য্য কুশলতা ও কর্ণস্পৃহাব পরিচয় দিতেছে। ভ্রমণের বিষয় অভিভাবকদেব যথাচিত্র অশুভূতির অভাবে scoutদের সংখ্যা এখনও আশানুরূপ হয় নাই।

মাননীয় Dr. S. C. Das, মহশয় St. Ambulance class এ বিনা পারিশ্রমিকে সপ্তাহে একদিন আবশ্যিক বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তাঁহার এই অবাচিত অধ্যাপনা ও উপদেশের জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। St. Ambulance class এর জন্য দুইখানা সুন্দর চার্ট (chart) ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিয়াছেন, খুলনায় বিগত কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীতে কার্য্য তৎপরতার কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ scoutগণ ও Ambulance class যথাক্রমে দুইখানি ১ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন।

(গ) Divisional Inspector's visit to the school.

বিগত ১৭ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের Inspector জীযুত জে. আর. বগরো মহোদয় আমাদের স্কুল পরিদর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ গণ্টাঙ্গি, কুবি-ক্লাস, সেন্ট্রাল স্কুলেজ ও বয়স্কাউট ইত্যাদি এবং বালকগণের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ত্রৈমাসিক পত্রিকা "আরধান" ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনা কালে অতি অনুকূল মন্তব্য সকল প্রকাশ করেন। উক্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকার পূর্ববর্তী কয়েক সংখ্যা সাহেবকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইন্সপেক্টর মহোদয় বিভাগের ঋণ এক আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ পূর্বক সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য কর্তৃপক্ষকে চেষ্টা করিবার ইঙ্গিত ও করিয়াছেন। Inspector মহোদয়ের সহানুভূতিসূচক মন্তব্য ও ভ্রম ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

(ঘ) Acceptance of government scale :—

বিগত এক বৎসর যাবৎ সরকারের প্রস্তাবিত ছাত্র বেতনের হার বৃদ্ধির minimum Scale, ১ বি. কে. স্কুলের কর্তৃপক্ষ দেশের আর্থিক দুর্বস্থা বিবেচনা করিয়া, গ্রহণ করিতে ইচ্ছুকতা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু বিগত মার্চ মাসে প্রস্তাবিত অনুরোধ গ্রহণ না করিলে সরকার grant-in-aid বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন এই মর্মে শেষ অনুরোধ করায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ একান্ত অনিচ্ছাসহেও ছাত্র বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, সরকার স্কুল কর্তৃপক্ষের বিধিমত আপত্তিতে একটু বিরক্ত থাকিলেও ইহাদের কর্তব্য পরামর্শে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।



